রাঁচি, বৃহস্পতিবার
03:08:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>290 >>17 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৯০ >> << ১৭ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

নিজার থেকে ফরাসী নাগরিকদের সরিয়ে নেবে ফ্রান্স

প্যারিস ঃ নিজারে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের প্রায় এক সপ্তাহ পর ফ্রান্স জানিয়েছে, তারা মঙ্গলবার সেখান থেকে তাদের নাগরিক ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর নাগরিক সরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করবে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলে, নিয়ামিতে ফরাসি দূতাবাসে হামলা এবং নিজারের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মন্ত্রক আরও জানায়, ফরাসি নাগরিকরা নিজেরা দেশ ছাড়তে পারছেন না। ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন, ইতালিও নিয়ামিতে অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের জন্য একটি বিশেষ ফ্লাইটের প্রস্তাব দিয়েছে। আঞ্চলিক ব্লক ইকোওয়াস অভ্যুত্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছে, রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বাজুম ক্ষমতায় ফিরে না এলে তাকে পুনর্বহাল করার জন্য তারা শক্তি প্রযোগ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও অবিলম্বে বাজুমের সরকারকে পুনর্বহালের আহ্বান জানিয়েছে। নিজারের দুই প্রতিবেশী, সামরিক সরকারের অধীন বুরকিনা ফাসো ও মালি সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, নিজারের বিরুদ্ধে যে কোনো সামরিক পদক্ষেপ বুরকিনা ফাসো ও মালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাজার দর
SENSEX : 65782.78 -676.53
NIFTY : 19554.60 -178.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .30 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .19 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সংবাদমাধ্যমকে চীনা দূতাবাস ড্রোন, গাড়ি 'উপহার' দিচ্ছে কেন

বেইজিং ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। আদতে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপের সমন্বয়ে এই রাষ্ট্র গঠিত। দেশটির সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতার সঙ্গে আপস করার' অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে, চীনের সংবাদ সংস্থার সঙ্গে আপসকামী চুক্তি সই করেছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। সেই সঙ্গে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের চীনা দূতাবাসের মাধ্যমে হাজার হাজার ডলারের উপহার ও উপকরণ নেওয়া হয়েছে।
গত বছরের মার্চে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সরকার চীনের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা চুক্তি সই করে। এর পর থেকে দ্বীপরাষ্ট্রটির কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকেরা চীনের কাছ থেকে হাজার হাজার ডলারের নানা উপহার পেয়েছেন। এ তালিকায় ফোন, ক্যামেরা, প্রিন্টিং যন্ত্রাংশ, ড্রোন ও গাড়ি রয়েছে।
সলোমন স্টার দ্বীপরাষ্ট্রটির পাঠকপ্রিয় একটি সংবাদপত্র। চীন সরকারের কাছ থেকে সংবাদপত্রটি ১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের তহবিল পেয়েছে। এর বিপরীতে সংবাদপত্রটির পক্ষ থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জে 'চীনের উদারতা এবং দেশটির উন্নয়নে চীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত সত্য প্রচারের' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকজন সাংবাদিক এসব ঘটনায় নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, উপহার দেওয়ার পাশাপাশি চীনের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁদের দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এগিয়ে নিচ্ছে, সংলাপ করছে। এটা নিয়েও তাঁদের উদ্বেগ রয়েছে।
সলোমন স্টার দ্বীপরাষ্ট্রটির পাঠকপ্রিয় একটি সংবাদপত্র। চীন সরকারের কাছ থেকে সংবাদপত্রটি ১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের তহবিল পেয়েছে। এর বিপরীতে সংবাদপত্রটির পক্ষ থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জে 'চীনের উদারতা এবং দেশটির উন্নয়নে চীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত সত্য প্রচারের' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এই তহবিল পাওয়ার জন্য সলোমন স্টারের কর্তৃপক্ষ চীনা দূতাবাসে একটি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছিল। সেটার একটি কপি ওসিসিআরপির হাতে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, সলোমন স্টারের ছাপাখানার যন্ত্রপাতি বেশ পুরোনো ও জরাজীর্ণ। এ কারণে সংবাদপত্রটি ছাপাতে বিলম্ব হয়। এর ফলে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে চীনের ভূমিকার খবর প্রচার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপকরণ আর যন্ত্রাংশের নামে চীন সরকার ও চীনা সংবাদমাধ্যমের অংশীদারদের কাছে থেকে সহায়তা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে এসেছে। সংবাদমাধ্যমগুলো গাড়ি, ক্যামেরা, আইফোন, ল্যাপটপ, ড্রোন পেয়েছে সলোমন স্টারে কর্মরত নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন সাংবাদিক।
প্রস্তাবনায় সলোমন স্টারের প্রধান সম্পাদক অব্রে বেলফোর্ড বলেছেন, চীনের গল্পগুলো ইতিবাচক উপায়ে প্রকাশ ও প্রচারের জন্য এই অর্থায়ন জরুরি। গত মঙ্গলবার সংবাদপত্রটিতে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়েছে। এতে চীনের পক্ষ থেকে তহবিল পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে পত্রিকাটি। বলা হয়েছে, 'এখানে লুকানোর কিছু নেই'। তবে সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, চীনের পক্ষ নিয়ে বা চীনের স্বার্থ রক্ষা করে তারা কোনো সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার করেনি।
আরও বলা হয়েছে, সলোমন স্টার কর্তৃপক্ষ অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও তহবিল সহায়তা চেয়েছিল, কিন্তু যথাযথ সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই সংবাদপত্রের জন্য মুদ্রণের সরঞ্জাম ও একই প্রতিষ্ঠানের একটি রেডিও স্টেশনের জন্য সম্প্রচার টাওয়ার বানাতে চীনের কাছে অর্থ চাওয়া হয়। সলোমন স্টারে কর্মরত একজন সাংবাদিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে দ্য গার্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, উপকরণ আর যন্ত্রাংশের নামে চীন সরকার ও চীনা সংবাদমাধ্যমের অংশীদারদের কাছে থেকে সহায়তা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে এসেছে। সংবাদমাধ্যমগুলো গাড়ি, ক্যামেরা, আইফোন, ল্যাপটপ, ড্রোন পেয়েছে। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে দুই ঘণ্টার একটি বৈঠক আয়োজন করা হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'জুমে' এই বৈঠক হয়। বৈঠকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সংবাদমাধ্যমের কর্মকর্তা-সাংবাদিকেরা চীনের গুয়াংদং প্রদেশের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সু চির ৩৩ বছরের কারাদণ্ড থেকে ছয় বছর কমালো মিয়ানমার জান্তা

নেপিদো ঃ মিয়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত বেসামরিক নেতা অং সান সু চির ৩৩ বছরের কারাদণ্ডের সাজা আংশিক ক্ষমার অংশ হিসেবে ছয় বছর কমিয়ে দিয়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। অভ্যুত্থানে সুচিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে দুই বছরে দেশটি সহিংসতায় বিধ্বস্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে কোভিড-১৯ বিধি ভঙ্গসহ ১৯টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৭৮ বছর বয়সী নোবেল বিজয়ী সুচির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়ায়, জান্তা সরকার গত সপ্তাহে তাকে কারাগার থেকে একটি সরকারি ভবনে স্থানান্তর করেছে।
পাঁচটি মামলায় ক্ষমা করার ঘোষণার পর জান্তা সরকারের মুখপাত্র জাও মিন তুন সাংবাদিকদের বলেন, ছয় বছরের কারাদণ্ড কমানো হবে। ক্ষমা করা সত্ত্বেও সু চির বিরুদ্ধে এখনও ১৪টি মামলা রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার বিরুদ্ধে আইনি লড়াইকে জনগণের চোখ থেকে একজন জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতাকে মুছে ফেলার চেষ্টা বলে নিন্দা জানিয়েছে।

বন্দুক হামলায় ৫ জন ইসরাইলিকে আহত করার পর এক ফিলিস্তিনি নিহত

ইসরাইল ঃ ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেছেন, মঙ্গলবার অধিকৃত পশ্চিম তীরে মা'আলে আদুমিমের বসতিতে একটি বিপণী কেন্দ্রের বাইরে পাঁচজন ইসরাইলিকে আহত করার পর ইসরাইলি বাহিনীর গুলিতে একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরাইলি জরুরি পরিষেবাগুলো জানিয়েছে, ৫জন ইসরাইলির মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। ইসরাইলি প্যারামেডিক ওরেন ব্রিল বলেন, আমরা রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা ভিক্টিমকে তার শরীরের উপরের অংশে গুলিবিদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।আমরা তাকে জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা দিয়েছি এবং গুরুতর অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। ট্রমা রুমে প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাকে অপারেটিং রুমে স্থানান্তর করা হয়েছিল। জঙ্গি সংগঠন হামাস গাজা উপত্যাকা শাসন করে। তারা বলেছে, হামলাটি গত সপ্তাহে জেরুজালেমের টেম্পল মাউন্টে ইসরাইলি কর্মকর্তাদের আরোহণের প্রতিক্রিয়া। ইহুদি ধর্মের কাছে যা টেম্পল মাউন্ট তাই ই ইসলাম ধর্মে এটি আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণ হিসেবে পরিচিত। ধর্মীয় স্থানটির আইনি মর্যাদা ইসরাইল-ফিলিস্তিনি সম্পর্কের একটি পুনরাবৃত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসরাইলের চ্যানেল টুয়েলভ জানিয়েছে, বন্দুকধারী একজন কর্মকর্তাকে গুলি করেছে যিনি তখন দায়িত্বে ছিলেন না। ।
ফিলিস্তিনিরা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন অঞ্চলগুলোর মধ্যে পশ্চিম তীরে গত পনেরো মাসে ফিলিস্তিনিদের দ্বারা রাস্তায় হামলা এবং ফিলিস্তিনি গ্রামে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা সহিংস আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

বন্দী আমেরিকান সৈন্যের বিষয়ে জাতিসংঘকে মৃদু জবাব দিয়েছে উত্তর কোরিয়া ঃ পেন্টাগন

সিউল ঃ মঙ্গলবার পেন্টাগন জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ায় আটক একজন আমেরিকান সৈন্যের বিষয়ে জাতিসংঘের কমান্ডের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দেশটি। গত জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে কড়া সুরক্ষিত সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন ওই সৈন্য। এর পরপরই তাকে গ্রেপ্তার করে উত্তর কোরিয়া। তবে পেন্টাগনের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট্রিক রাইডার বলেছেন, উত্তর কোরিয়া শুধুমাত্র আমেরিকান সৈন্য ট্র্যাভিস কিং সম্পর্কে তথ্যের জন্য জাতিসংঘের কমান্ডের অনুরোধ স্বীকার করেছে, এছাড়া তার সম্পর্কে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য দেয়নি। উত্তর কোরিয়ার সরকারী নাম, ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ, ডিপিআরকে ব্যবহার করে, রাইডার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমি নিশ্চিত করতে পারি, ডিপিআরকে জাতিসংঘের কমান্ডে সাড়া দিয়েছে, কিন্তু আমার কাছে বলার মতো আর কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। আরও কিছু জানতে চাপ দেওয়া হলে, রাইডার বলেন, জাতিসংঘের কমান্ডের কাছে উত্তর কোরিয়ার বার্তাটি জাতিসংঘের কমান্ডের জিজ্ঞাসার একটি স্বীকৃতি মাত্র। গত ১৮ জুলাই দুই কোরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন একটি অসামরিক এলাকা সফর করার সময়, উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করেন কিং। এর ফলে, পরমাণু অস্ত্রধারী উত্তর কোরিয়ার সাথে নতুন করে একটি কূটনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১ সালের জানুয়ারীতে আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন কিং। তিনি বর্তমানে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি কয়েক দশকের পুরনো আমেরিকান নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে কোরিয়ান রোটেশনাল ফোর্সের অশ্বারোহী স্কাউট হিসাবে কাজ করছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমেরিকান কর্মকর্তারা বলেছেন, কিং দেশে ফিরলে, টেক্সাসের ফোর্ট ব্লিসে সামরিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হবেন। উত্তর কোরিয়ায় কিংয়ের ভাগ্যে ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমেরিকান কর্মকর্তারা। অতীতে ঘটে যাওয়া, আমেরিকান কলেজ ছাত্র অটো ওয়ার্মবিয়ারের ঘটনাটি উল্লেখ করেছে আমেরিকান সেনাবাহিনী। ওয়ার্মবিয়ার উত্তর কোরিয়ায় ১৭ মাস ধরে বন্দী ছিলেন। ২০১৭ সালে কোমায় থাকা অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পরপরই, তিনি মারা যান।

হামলা | চলতি বছরের এখন পর্যন্ত মাত্র একটি শিশুর পোলিও পক্ষাঘাতের ঘটনা সনাক্ত করেছে

পাকিস্তানে পোলিও টিকাদান কেন্দ্রে হামলা ঃ ২ পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে বন্দুকধারীরা

পেশোয়ার ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানে মঙ্গলবার পোলিও টিকাদানকারীদের উপর হামলা চালিয়েছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা। এতে মারা যায় সেখানে দায়িত্বরত দুই পুলিশ কর্মকর্তা। বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় জাতীয় টিকাদান কর্মসূচী চলাকালীন এই মারাত্মক গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
ওই এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা আসিফ মারওয়াত বলেছেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা নাওয়া কিলি এলাকায় শিশুদের যখন পোলিও ডোজ খাওয়াচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যক্তি তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মারওয়াত বলেন, গুলির ঘটনায় পাহারারত দুইজন পুলিশের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু পোলিও টিকাদানকারীরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি আরও জানান, ওই এলাকায় সাময়িকভাবে পোলিও অভিযান স্থগিত রাখা হয়েছে।
প্রাণঘাতী এই হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কেউই দায় স্বীকার করেনি, তবে পোলিও দলের বিরুদ্ধে জঙ্গি হামলা পাকিস্তানে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর আগেও সহিংসতায় বহু স্বাস্থ্যকর্মী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর লোক নিহত হয়েছে। পাকিস্তান দেশটিতে অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাস নির্মূল করতে, সম্প্রতি গত মঙ্গলবার থেকে পোলিও টিকাদান অভিযান শুরু করেছে। রক্ষণশীল পাকিস্তানের গ্রামীণ এলাকায়, কট্টরপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘদিন ধরে পোলিও টিকা দেওয়ার প্রচারণার বিরোধিতা করে আসছে। তারা এই টিকাকে মুসলিম শিশুদের বন্ধ্যা করে দেয়ার একটি চক্রান্ত বলে মনে করে। বেলুচিস্তান এবং দেশটির অন্যত্র রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গিরা পোলিও টিকাদানকারীদের সরকারি গুপ্তচর হিসেবে দেখে। পোলিও টিকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং মারাত্মক জঙ্গি হামলা পঙ্গু রোগ নির্মূল করার জন্য পাকিস্তানের প্রচেষ্টাকে বহুলাংশে পিছিয়ে দিয়েছে।
প্রায় ২৩ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি গত বছর ২০টি পোলিও আক্রান্ত শিশু শনাক্ত করে, সেই তুলনায় চলতি বছরের এখন পর্যন্ত মাত্র একটি শিশুর পোলিও পক্ষাঘাতের ঘটনা সনাক্ত করেছে।
অত্যন্ত সংক্রামক এই ভাইরাসের প্রভাবে '৯০ এর দশক পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু পঙ্গু হয়ে যেত। তারপর থেকে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত টিকা প্রচারাভিযান কার্যক্রম শুরু করে কর্তৃপক্ষ।
দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানে মঙ্গলবার পোলিও টিকাদানকারীদের উপর হামলা চালিয়েছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা। এতে মারা যায় সেখানে দায়িত্বরত দুই পুলিশ কর্মকর্তা। বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় জাতীয় টিকাদান কর্মসূচী চলাকালীন এই মারাত্মক গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
ওই এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা আসিফ মারওয়াত বলেছেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা নাওয়া কিলি এলাকায় শিশুদের যখন পোলিও ডোজ খাওয়াচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যক্তি তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মারওয়াত বলেন, গুলির ঘটনায় পাহারারত দুইজন পুলিশের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু পোলিও টিকাদানকারীরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি আরও জানান, ওই এলাকায় সাময়িকভাবে পোলিও অভিযান স্থগিত রাখা হয়েছে।
প্রাণঘাতী এই হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কেউই দায় স্বীকার করেনি, তবে পোলিও দলের বিরুদ্ধে জঙ্গি হামলা পাকিস্তানে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর আগেও সহিংসতায় বহু স্বাস্থ্যকর্মী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর লোক নিহত হয়েছে। পাকিস্তান দেশটিতে অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাস নির্মূল করতে, সম্প্রতি গত মঙ্গলবার থেকে পোলিও টিকাদান অভিযান শুরু করেছে।
রক্ষণশীল পাকিস্তানের গ্রামীণ এলাকায়, কট্টরপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘদিন ধরে পোলিও টিকা দেওয়ার প্রচারণার বিরোধিতা করে আসছে। তারা এই টিকাকে মুসলিম শিশুদের বন্ধ্যা করে দেয়ার একটি চক্রান্ত বলে মনে করে। বেলুচিস্তান এবং দেশটির অন্যত্র রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গিরা পোলিও টিকাদানকারীদের সরকারি গুপ্তচর হিসেবে দেখে। পোলিও টিকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং মারাত্মক জঙ্গি হামলা পঙ্গু রোগ নির্মূল করার জন্য পাকিস্তানের প্রচেষ্টাকে বহুলাংশে পিছিয়ে দিয়েছে। প্রায় ২৩ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি গত বছর ২০টি পোলিও আক্রান্ত শিশু শনাক্ত করে, সেই তুলনায় চলতি বছরের এখন পর্যন্ত মাত্র একটি শিশুর পোলিও পক্ষাঘাতের ঘটনা সনাক্ত করেছে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে নিখোঁজ দশম শ্রেণীর এক ছাত্র

কোচবিহার ঃ বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে নিখোঁজ দশম শ্রেণীর এক ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এর উত্তর খাগড়াবাড়ি এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। জানা যায় উত্তর খাগড়াবাড়ি এলাকার দশম শ্রেণীর এক ছাত্র রোহিত বর্মন তার মামাতো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে দুই বন্ধুর সঙ্গে স্থানীয় মরা তৎসা নদীতে স্নান করতে যায়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ করে রোহিত গভীর জলে চলে যায়। সাঁতার না জানার কারণে সে নদীতে ডুবে যায়। রোহিতকে নদীতে ডুবতে দেখে তার বন্ধুরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সে জলের নিচে তলিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্স এর ডুবরি নদীতে তল্লাশি শুরু করলেও খবর লেখা পর্যন্ত তাকে খুঁজে পায়নি।

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফে আয়োজন করা হলো বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফে আয়োজন করা হলো বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের। শনিবার সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলে ওই স্বাস্থ্য শিবিরটি।জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি হলঘরে শনিবার ওই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য শিবিরটিতে উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে আসা বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রবীণ রেড্ডি ও রাঘবপুরম। এদিন চিকিৎসকেরা বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করেন।

ডেঙ্গি চোখ রাঙাচ্ছে মালদা তেও এখনো পর্যন্ত জেলায় জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায়ই ৭৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে

মালদা। ডেঙ্গি চোখ রাঙাচ্ছে মালদা তেও এখনো পর্যন্ত জেলায় জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায়ই ৭৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে। যার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে ।ডেঙ্গি রোধে প্রতি বুধবার করে জমা জল নিষ্কাশন এর উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর । জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত জেলায় প্রায় ৭৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে থেকে দুইজন করে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন যদিও এই মুহূর্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গি আক্রান্ত একজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। যদিও বর্ষা জেলায় না থাকায় ডেঙ্গির পাদুরভাব অনেকটাই কম রয়েছে বলে জানিয়েছেন মালদহের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুরি।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারক সুদীপ্ত ভাদুড়ী জানান গত বছরের তুলনায় এ বছরে অনেকটাই ডিঙ্গি সংক্রমণ আমাদের জেলায় কম। এর মধ্যে সাপ্তাহিক এক থেকে দুজন ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে। মালদা জেলাতে বর্তমানে বৃষ্টিপাত অনেকটাই কম তবে এই মুহূর্তে বর্ষার সময় আমাদেরকে বিশেষভাবে নজর দিয়ে রাখতে হবে। ব্লক স্বাস্থ্য হসপিটালগুলিও এ বিষয়ে সজাগ রয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি পুরঞ্জয় শাহা জানান মুহূর্তে একজন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি হয়েছেন তার চিকিৎসা চলছে আমাদের চিকিৎসকরা রীতিমতো সজাগ রয়েছে।

বিয়ে করতে হবে এই দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসলো প্রেমিকা

কোচবিহার ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাসের অভিযোগ তুলে, বিয়ে করতে হবে এই দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসলো প্রেমিকা। তুফানগঞ্জ পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন প্রেমিকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নং ওয়ার্ডের দিবাকর বসাকের সাথে হরিপুর এলাকার এক মেয়ের ফোন মারফত প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। বিয়ে করতে অস্বীকার করে দিবাকরের।অবশেষে বাধ্য হয়েই, বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় বসে ওই প্রেমিকা।

অধ্যাপকদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করতে দিনহাটা কলেজে পৌঁছলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

কোচবিহার ঃ গতকালের ঘটনার পর দিনহাটা কলেজে এলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুক্রবার দুপুর আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ দিনহাটা কলেজে এলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রসঙ্গত গতকাল দিনহাটা কলেজে পরীক্ষার হলে নকল করতে বাধা দেওয়ায় ছাত্রদের কাছে অপমানিত হয়ে দিনহাটা কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ অবস্থানে বসে কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা। এরপর সেখানে মন্ত্রী উদয়ন গুহ এসে নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলে অবশেষে অবরোধ তুলে নেয় দিনহাটা কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই কারণেই আজ দিনহাটা কলেজে এসে নিরাপত্তার বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয় দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আব্দুল আওয়াল সহ কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে ওয়াকআউট করল বাম ও বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ ১৮তম মাসিক অধিবেশনের আলোচনা চলাকালীনই ওয়াক আউট করল বিজেপি। একই পথ অনুসরণ করল বামেরাও। অভিযোগ, স্থানীয় ইস্যু বাদ দিয়ে একতরফা ভাবে মনিপুর নিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়েছে শাসকেরা। ঘটনায় বামেদের অভিযোগ, চেয়ারম্যান অসাংবিধানিকভাবে পুরসভা চালাচ্ছেন।

শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনের মাঝপথেও উতপ্ত হতে শুরু করে। অভিযোগ ওঠে, শহর শিলিগুড়ির বিধান রোড এলাকাস্থিত অবৈধ বিল্ডিং নিয়ে প্রস্তাবনার কপি পড়ার জন্য বিরোধীদের নূন্যতম সময় না দিয়েই তা পাশ করানো হয়। এখানেই শেষ নয়, আরও অভিযোগ স্থানীয় ইস্যু বাদ দিয়ে আচমকাই মণিপুরের প্রসঙ্গ তুলে প্রস্তাব পাশ করানো হয় শাসকের তরফে। এরপরই মাসিক সভা ওয়াক আউট করল বাম এবং বিজেপি। অন্যদিকে মেয়র জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এদিনই ওই বিল্ডিং নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হত। তাই সবপক্ষকে জানিয়েই তা পাশ করানো হয়েছে।

মণিপুরের ঘটনার বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রতিবাদ সমাবেশ ও পথসভার আযোজন করেছে তৃণমূল

আলিপুরদুয়ার ঃ মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ পথ সভা করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। শুক্রবার সন্ধ্যায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে কালচিনি এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করা হল। মিছিলটি কালচিনি থানা ময়দান থেকে শুরু হয় বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর কালচিনি এলাকা এক প্রতিবাদ পথসভা করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রাজ কমল ভাগত, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, তৃণমূল কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র বারা ওঁরাও, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সভাপতি পবন লামা সহ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নেতৃত্ব ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।পরদিকে মাদারিহাটে ও হাসিমারা এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা আযোজিত হয় ।

মণিপুরের পাশবিক ও নিন্দনীয় ঘটনায় কেন্দ্র সরকারের ব্যার্থতার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করল ফাঁসিদেওয়া ব্লক ২ যুব তৃণমূল কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ মণিপুরের পাশবিক ও নিন্দনীয় ঘটনায় কেন্দ্র সরকারের ব্যার্থতার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করল ফাঁসিদেওয়া ব্লক ২ যুব তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বিকেলে বিধাননগর থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এবং সদরগছ,বিধাননগর বাজারে শেষ হয়। এরপর ৩১ নং জাতীয় সড়কের উপর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করা করে যুব তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ,দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অসীম আধিকারি,শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সরকারী সভাধিপতি রুমা রেশমা এক্কা,ফাঁসিদেওয়া ব্লক ২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাজল ঘোষ,ফাঁসিদেওয়া ব্লক ২ যুব তৃণমূলের সভাপতি সীতম পাল সহ যুব তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা।

দার্জিলিং জেলা যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকেশিলিগুড়ি মহাকুমার বিভিন্ন ব্লকে মিছিল করে ও পথসভা

শিলিগুড়ি ঃ মনিপুরের ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ব্লকে ধিক্কার মিছিলে পাশাপাশি প্রতিবাদ মিছিল করা হচ্ছে।তেমনি আজ দার্জিলিং জেলা যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে।শিলিগুড়ি মহাকুমার বিভিন্ন ব্লকে মিছিল করে ও পথসভা করা হয়। বিধাননগর ,বাগডোগরা ,মাটিগাড়া ,ফাঁসিদেওয়া সহ এলাকায়। আজ এই প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার যুব সভাপতি নির্ণয় রায়,আকতার আলী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা

কিশোর কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে এক সাম কিশোর দাকে নাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হত চলেছে শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ কিংবদন্তি গায়ক কিশোর কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে এক সাম কিশোর দাকে নাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়িতে। কিশোর কুমার ফ্যানস ফরএভার ক্লাবের তরফে ওই অনুষ্ঠানের আযোজন করা হচ্ছে।আজ শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানালো ফ্যানস ফরএভার ক্লাবের সদস্যরা। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে কিশোর কুমার ফ্যানস ফরএভার ক্লাবের সদস্যরা। সংস্থার উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক বিভাস চক্রবর্তী বলেন কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে। ৪ঠা আগস্ট সন্ধ্যে সাতটা থেকে ওই অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহীত অর্থ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সামাজিক কাজে লাগানো হবে।

শিলিগুড়ি মেরিনার্স ক্লাবের তরফে মোহনবাগান দিবস পালন

শিলিগুড়ি ঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও শিলিগুড়ি মেরিনার্স ক্লাবের তরফে শিলিগুড়িতে মোহনবাগান দিবস পালন করা হলো।শনিবার শিলিগুড়ির মোহনবাগান এভিনিউকে সবুজ মেরুন বেলুন এবং পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি মোহনবাগান দিবস উদযাপনে ক্লাবের ইতিহাস এবং ২৯ জুলাই নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন শিলিগুড়ি মেরিনার্স ক্লাবের সদস্যরা।এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এদিন প্রথমে মোহনবাগান ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এরপর বেলুন উড়িয়ে কেক কেটে দিনটি উদযাপন করা হয়।

চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হল

আলিপুরদুয়ার ঃ চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হল। শনিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফ্যাক্টরির ওই গেটের সামনে মিটিং করা হয়। বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিনের গেট মিটিং হয় বলে জানা যায়। চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হল। শনিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফ্যাক্টরির ওই গেটের সামনে মিটিং করা হয়। বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিনের গেট মিটিং হয় বলে জানা যায়।

মহরম উপলক্ষে পথচলতি মানুষদের মধ্যে শরবত বিতরণ ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি মহরম উপলক্ষে পথচলতি মানুষদের মধ্যে শরবত বিতরণ ফুলবাড়িতে।জানা গিয়েছে, এদিন ফুলবাড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে মহরম উপলক্ষে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফুলবাড়ির মার্ডার মোড়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী সকল পথচলতি মানুষদের হাতে ঠান্ডা পানীয় শরবত তুলে দেন সংস্থার সদস্যরা।পাশাপাশি ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট, গোলাপ ফুল ও শরবত তুলে দেওয়া হয়।

বিয়ে বাড়ির বউ ভাতের অনুষ্ঠান চলাকালীন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে আহত নববধূ সহ বেশ কয়েকজন

উত্তর দিনাজপুর বিয়ে বাড়ির বউ ভাতের অনুষ্ঠান চলাকালীন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে আহত নববধূ সহ বেশ কয়েকজন। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার বিজুলিয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আব্দুল রহমানের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। সেই সময় হঠাৎ শর্ট সার্কিট হয়। এতেই একে অপরকে ধরতে গিয়ে আহত হয় নববধূ সহ ছয় থেকে সাতজন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে চাকুলিয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে নববধূর অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকায় তাকে বিহারের কিষানগঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সাফাই কর্মচারীদের একাধিক দাবি নিয়ে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে একটি সভা

শিলিগুড়ি সাফাই কর্মচারীদের একাধিক দাবি নিয়ে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে একটি সভা। সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সোহান সিং। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা। দীর্ঘদিন ধরে মজুরি বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে তারা আঃদোলন করে এসেছেন। কিন্তু কোন আঃদোলনেই কোন সুরাহা হয়নি। ফলে রবিবার শিলিগুড়িতে তারা একটি সভার আয়োজন করতে চলেছেন। শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া এলাকাতে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে উপস্থিত থাকবেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সোহান সিং। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা।

পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট। সংঘর্ষে আহত দুই পক্ষের আটজন

জলপাইগুড়ি পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট। সংঘর্ষে আহত দুই পক্ষের আটজন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। আহতদের চিকিৎসার জন্য উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।জানা গিয়েছে, পূর্ব শালবাড়ি এলাকায় জমি বিবাদকে ঘিরে কাকাতো এবং জ্যেঠতুতো ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় দু'পক্ষের আট জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিলিগুড়িতে উদ্বোধন হলো ডিস্ট্রিক্ট যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ

শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিং জেলা যোগাসন স্পোর্টস এসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে অনুষ্ঠিত হলো দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রদীপ জ্বালিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন পুরনিগমের ক্রীড়া বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন।শনিবার শিলিগুড়ির প্রধাননগর এলাকার নবাঙ্কুর সংঘের হল ঘরে এই যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়।এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন করে চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্রীড়া বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রায়, দার্জিলিং জেলা যোগাসন স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব হাজরা সহ এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। এই চ্যাম্পিয়নশিপকে মোট তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ৯ থেকে ১৩, ১৪ থেকে ১৮ ও ১৯ থেকে ২৮ বছর। মোট চারটে ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে। ট্র্যাডিশনাল, আর্টিস্টিক সিঙ্গল, আর্টিস্টিক পেয়ার ও রিদেমিক পেয়ার।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এর প্রয়াণ দিবস পালন

শিলিগুড়ি ২৯ জুলাই মহান মনীষী ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এর প্রয়াণ দিবসে শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুল অভিভাবক ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে চিলড্রেন পার্ক এর বিদ্যাসাগর মহাশয় মূর্তির সামনে কর্মসূচি পালন করা হয়।কর্মসূচি পরিচালনা করেন কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী উদয় কুন্ডু মহাশয়।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজয় বাবু, অভিজিৎ বাবু, বাপি বাবু, জ্যোতির্ময় বাবু, সুকান্ত বাবু সহ অন্যান্য রা। ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী জেনিয়া লোধ একটি আবৃত্তি পাঠ করে শোনায়।

খালি জমিগুলোতে জমছে আবর্জনা, 'টক টু মেয়রে' অভিযোগ জানালো এক শহরবাসী

শিলিগুড়ি ঃপুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে খালি জমিতে আবর্জনা জমা নিয়ে অভিযোগ জানালেন শিলিগুড়ির ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা। মেয়রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন জানান তিনি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব।

চোপরার নিখোঁজ মুক ও বধির শিশু উদ্ধার পানিকৌড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা প্রকাশ বর্মনের দশ বছরের মুক ও বধির ছেলে অভিজিৎ গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল। দুপুরে বাড়ি ফিরে না আসায়, অভিভাবকরা চোপড়া থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে চোপরা থানার পুলিশ বিভিন্ন থানায় অভিজিতের ছবি পাঠায়।নাটকীয়ভাবে এর মধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের পানিকৌড়িতে একটি শিশুকে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয় ও তারা এনজেপি থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ওই শিশুকে উদ্ধার করে এনজেপি থানার পুলিশ তদন্তে নামে। জানতে পারে এই শিশুই চোপরার নিখোঁজ শিশু। চোপরা থানার মাধ্যমে খবর দেওয়া হয় অভিজিতের বাড়িতে।শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিজিতের বাবা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এনজেপি থানায় এসে তাদের শিশু সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই শিশুর পরিবার।কীভাবে চোপরা থেকে ছোট্ট অভিজিত এখানে এল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ এক যুবক হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা

শিলিগুড়ি অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ এক যুবক হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা। গতকাল সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট অঞ্চলের ভিমাগঞ্জ গ্রামে। এক যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটকে রাখে। খবর দেয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসে। তারপরে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে জানতে পারে ।সেই যুবকের নাম মোঃ শরীফ হোসেন(২৮) বাসমঙ্গল গ্রামের, থানা কোতোয়ালি ,জেলা কুমিল্লা, বাংলাদেশের বাসিন্দা। এরপরেই ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। তবে সেই যুবক কিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নদী পার করে এসেছে এবং এর পিছনে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। তবে জানা যায় সাত দিন আগে সেই যুবক বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল।

তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তপ্ত দিনহাটার ভেটাগুড়ি

কোচবিহার ঃ তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তপ্ত দিনহাটার ভেটাগুড়ি। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ির ৩৯ নম্বর আসনের পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী রাজীব কুমার বর্মনের বাড়িতে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে।জানা গিয়েছে, এদিন রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী রাজীব কুমার বর্মনের বাড়িতে।প্রথমে বাড়ির বাইরে থাকা ইলেকট্রিক খুঁটির লাইট, সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে। এরপরই দুষ্কৃতীরা তৃণমূল নেতার বাড়ির চারিদিকে থাকা টিনের বেড়া ভাঙচুর করে। সঙ্গে চলতে থাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। প্রায় আধঘঃটা ধরে ভাঙচুর চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছাড়ায়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।আজ ওই তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।গতকাল রাতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিজেপি তথ্যপ্রযুক্তিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিচ্ছে বলে মন্তব্য রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

দলের তথ্যপ্রযুক্তি কোষের সভায় পাঁচশোর অধিক কার্যকর্তার অংশগ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বর্তমান যুগে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অতিকভাবে বেড়ে গেছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে খুব সহজেই নানা কার্য সম্পাদন হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি বিজেপিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা। বিজেপির অসম রাজ্য কমিটির তথ্যপ্রযুক্তি কোষের এক গুরুত্বপূর্ণ সভার আযোজন করা হয়েছিল। এই সভায় পাঁচশোর অধিক কার্যকর্তার অংশগ্রহণ করেছেন।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে মঙ্গলবার তথ্যপ্রযুক্তি কোষের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি ভবেশ কলিতা নিজের ভাষনে বলেন বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী চিন্তার ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে দলের প্রতিটি কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তিকে সর্বাধিক প্রাধান্যতা দিয়ে আসছে। আসন্ন দিনগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অধিক তীব্রতার হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকার জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প তথা পদক্ষেপ গুলোর বিষয়ে তথ্য এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সাধারণত জনতার মধ্যে অধিক প্রচার করার ব্যবস্থা করার জন্য দলীয় কার্যকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপলু রঞ্জন শর্মা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। দলের প্রতিজন কর্মকর্তার তথ্যপ্রযুক্তির সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটি একান্ত প্রযোজন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিনের তথ্যপ্রযুক্তি কোষের সভায় দলের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক ছাড়াও কোষের আহবায়ক অমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রভারী কিশোর উপাধ্যায়, রাজ্য কোষের প্রভারী মনোজ বড়ুয়ার সঙ্গে ৩৯ টি সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক এবং সহ আহ্বায়ক তথা সদস্য সহ সর্বমোট ৫০০র অধিক কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা রাজ্য বিজেপির মাসিক মুখপত্র অসমীয়া বিজেপি বার্তার আগস্ট মাসের সংখ্যাটি উন্মোচন করেছেন।

মানুষই ঈশ্বর

কাঞ্চণ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী– 'শিব জ্ঞানে জীবসেবা'। অথবা স্বামী বিবেকানন্দের 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন খুঁজিছে ঈশ্বর।' এই দুই মহা মানবের বাণীর মর্মার্থ হাড়ে হাড়ে টের পেলেন কলকাতার দুই ট্রেকার কাঞ্চন বসু ও সমীর চৌধুরী (ভানু)। ৮ জুলাই হিমাচল প্রদেশের মণিমহেশ দর্শন করে ভয়াবহ ঝড় বৃষ্টির কবলে পড়ে তাঁরা জানতে পারেন হাডসার থেকে মণিমহেশ যাওয়ার প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা ও একটি লোহার সেতু হড়পা বানের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।ফলে তাঁরা বাধ্য হয়েই ৯ জুলাই সকালে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মণিমহেশ থেকে একটি অপ্রচলিত পথে হাডসারের উদ্দেশে হাঁটা শুরু করেন। পাহাড়ি অপ্রচলিত পথে বড় বড় পাথর, জমা বরফ এবং প্রবাহিত বেশ কিছু ছোট বড় ঝর্না পেরিয়ে তাঁরা এগোতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত একটি বড় ঝর্নার কাছে তাঁরা পৌঁছন। ঝর্না কথন প্রবল বেগে বইছে। কাঞ্চন বসু ধীরে ধীরে ঝর্ণাটি পর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঝর্নার প্রবল বেগের মধ্যে পা পিছলে পড়তে পড়তে পাথর ধরে কোনোক্রমে সামলে ঝর্ণাটি পার হন। এর কিছুক্ষন পরে সমীর চৌধুরী (ভানু) ওই ঝর্ণাটি পার হওয়ার সময় তাঁর পা আটকে যায় এবং তিনি ওই ঝর্নার মধ্যে আটকে থাকতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় কাঞ্চন বসু তাঁর লাঠির ডগায় রুমাল বেঁধে নাড়িয়ে দূরে ভেড়াওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এর বেশ কিছুক্ষণ পর একজন ভেড়াওয়ালা ওঁদের দিকে এগিয়ে আসেন কাঞ্চন বসুর দিকে। তিনি ভেড়াওয়ালাকে দেখান কীভাবে তাঁর সঙ্গী ঝর্ণার মধ্যে আটকে আছেন। তখন ভেড়াওয়ালা ভানুবাবুকে ঝর্নার বাইরে বের করে আনেন। কিন্তু প্রায় একঘণ্টা ঝর্ণায় আটকে থাকার ফলে সমীরবাবুর আর নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। এই সময় কাঞ্চন বসু ভানুবাবুকে সামলে রেখেছিল। ইতিমধ্যে ভেড়াওয়ালাটি আশপাশ থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এবং এক ধরনের দাহ্য ঘাস সংগ্রহ করে আগুন জ্বালান। এরপর কাঞ্চন বসু সমীরবাবুকে একঘণ্টা যাবৎ ওই আগুনের ওপর ধরে রাখেন। আস্তে আস্তে সমীরবাবু কিছুটা ধাতস্থ হন। এদিকে সমানে বৃষ্টি পড়ছে, তাই ভেড়াওয়ালাটি আশপাশ থেকে কিছু টিন সিংগ্রহ করে পাথরের ওপর রেখে সামান্য মাথা গোঁজবার আশ্রয় তৈরি করে দেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টির প্রকোপে সেই নালাটি প্রায় খালের আকার ধারণ করে প্রচণ্ড স্রোতে বইছে। ফলে ভেড়াওয়ালাটির পক্ষে স্রোতস্বিনী নালাটি পেরিয়ে তার আস্তানায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেই ৯ জুলাই রাত্রিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে প্রায় খোলা আকাশের নীচে তিনজন মানুষ একসঙ্গে আগুনের সাহচর্যে ছিলেন। পরদিন সকালে সমীরবাবুর পা দুটিতে আগুনের তাকে চলার মতো ব্যবস্থা করে সেই ভেড়াওয়ালাটি তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। সমীরবাবু কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভেড়াওয়ালাটিকে পনেরো হাজার টাকা দেন। তিনি বলেন, 'প্রাণ বাঁচানোর কোনো মূল্য হয় না। আমি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই সামান্য অর্থ ওঁর হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ভবিষ্যতে ওঁকে আরো সহযোগিতা করার ইচ্ছে রইল'। সেই ঈশ্বর স্বরূপ ভেড়াওয়ালার নাম শান্তা কুমার। ৯ জুলাই তিনি সমীর চৌধুরী ও কাঞ্চন বসুকে সহযোগিতা না করলে, এই পর্বতারোহীদ্বয় প্রাণে বাচঁতেন কিনা সন্দেহ। তাই মানুষের মধ্যেই যে ঈশ্বর থাকেন সেটা আবার প্রমাণিত হল। জয় মণিমহেশ।

অসমের ছয় জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতির মর্যাদা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিজেপি চূড়ান্ত করেছে বলে মন্তব্য কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ১৮ টি জনগোষ্ঠীকে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হলেও অসমের জনগোষ্ঠী গুলোকে বঞ্চিত করার অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ১৮ টি জনগোষ্ঠীকে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দিলেও রাজ্যের ছয়টি জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতিতে অন্তর্ভুক্ত করেনি। অর্থাৎ অসমের ছয় জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতির মর্যাদা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে বিজেপি চূড়ান্ত করে নিয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের বিএস রোড স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে দলের মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন অসমের ছয় জনগোষ্ঠীকে পুনরায় প্রতারণা করেছে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। রামেশ্বর তেলির মত চা বাগান জনগোষ্ঠীর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার পরেও অসমের ছয় জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতির মর্যাদা কিংবা স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সাম্প্রতিক সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে জম্মুকাশ্মীর, ছত্রিশগড় এবং হিমাচল প্রদেশের বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠীকে উপজাতির মর্যাদা প্রদানের জন্য বিল গৃহীত করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী নরেন্দ্র মোদি অসমের ৬ জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতির মর্যাদা প্রদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমনকি ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য বিজেপি প্রকাশ করা ইস্তাহারে অসমে সরকার গঠন করলে উপজাতির মর্যাদা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্রের ৯ বছর এবং অসমে বিজেপির সরকারের সাত বছরের কার্যকাল সম্পূর্ণ করার পরেও এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন ২০১৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিশেষ সচিব মহেশ কুমার সিংলার নেতৃত্বে একটি বিশেষ সমিতি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত উপজাতি করনের এই প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করেনি। উল্টো বিজিবি সরকার উপজাতি করনের এই বিষয়টি নির্বাচনের বাহানা হিসাবে গণ্য করেছে। একই সঙ্গে কমিটি গঠনের নাটকও চলেছে। সিংলা কমিটির পর উপজাতিকরণ সম্পর্কে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে গঠন করা হয়েছিল অসম সরকারের কেবিনেট সাব কমিটি। এই সাব কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ২০২০ সালের অক্টোবরে এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজের প্রতিবেদন দাখিল করার কথা ছিল। কিন্তু ২০২২ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপজাতি পরিক্রমা মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা স্পষ্ট করে দিলেন যে অসম সরকারের কেবিনেট সাব কমিটি এখন পর্যন্ত উপজাতিকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এভাবে অসমের ৬ জনগোষ্ঠীকে বারংবার প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক।

তিনি বলেন ২০২২ সালে দেশের ১২ টি জনগোষ্ঠীকে উপজাতি করন করা হয়েছিল। তবে একই সময়ে অসমের ছয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সেই সময় ব্যাপকভাবে প্রতিবাদী আন্দোলন কার্যসূচি ঘোষণা করা হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছয় জনগোষ্ঠীর নেতাদের ডেকে এনে এক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু এবং জনসংযোগ মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকাকে দায়িত্ব দিয়ে বিষয়টি সমাধানের এক রাস্তা বের করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। অসমের ছয় জনগোষ্ঠী কোনভাবেই যাতে ষষ্ঠ তফসিলি উপজাতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে সে ক্ষেত্রে বিজেপি এক প্রকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে এবার বর্ষাকালের সংসদ অধিবেশনে জম্মুকাশ্মীর, ছত্রিশগড়, হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি হেট্টি, কোলি সহ ছয়টি জনগোষ্ঠীকে উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এর আগে বারোটি জনগোষ্ঠী সহ এবারের মিলিয়ে মোট আঠারোটি জনগোষ্ঠীকে উপজাতি করন করা হলেও এই তালিকায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে অসমের ভূমিপুত্র কোচ রাজবংশী, টাই আহোম, চুতিয়া, মরাণ, মটক এবং চা বাগান জনগোষ্ঠী স্থান পায়নি বলে অভিযোগ জানান অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

সম্পাদকীয়

কুরআন পোড়ানোর অনুমতি দেওয়া দেশগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান ইসলামিক সংস্থার

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) সোমবার, যেসব দেশ প্রকাশ্যে কুরআন পোড়ানো বা অবমাননার অনুমতি দেয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তাদের সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সুইডেন ও ডেনমার্কে সরকারিভাবে অনুমোদিত বিক্ষোভে ইসলামি পবিত্র গ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়া বা বিকৃত করার সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য সৌদি আরবভিত্তিক গোষ্ঠীটি তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি জরুরি অনলাইন বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, সংস্থাটির ৫৭টি সদস্য দেশকে তাদের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠানোসহ এ ধরনের ঘটনার অনুমতি দানকারী অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযোগী

যেকোনো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে যেসব দেশে কুরআন পোড়ানো বা অপবিত্র করা হয়েছে সেসব দেশের সহযোগী মানুষের সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে তারা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচার বিভাগীয় সংস্থায় মামলা নেয়ার আগে স্থানীয় ভাবে মামলা দায়ের করতে পারে। এতে সুইডেনে বিতরণের জন্য সুইডিশ ভাষায় অনূদিত কুরআনের এক লাখ কপি মুদ্রণের জন্য কুয়েতের প্রশংসা করে ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলায় আরও প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো হয়। চূড়ান্ত বিবৃতিতে ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ হুসেনের সুপারিশ প্রতিফলিত হয়, যাতে জাতিসংঘকে এই ঘটনাগুলি রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সুইডেন এবং ডেনমার্ক উভয় দেশেই ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সাধারণত উচ্চ মর্যাদায় দেখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ ও কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর কর্মকর্তারা, পবিত্র গ্রন্থ বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীকের জনসমক্ষে বিকৃত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত কিনা তা বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাসমুসেন ডেনমার্কের পাবলিক ব্রডকাস্টার ডিআরকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে আপস না করে এ ধরনের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার জন্য সরকার একটি আইনি হাতিয়ার খুঁজছে। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন ইনস্টাগ্রামে বলেছেন, তার সরকার কুরআন ও অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের অবমাননার বিষয়ে আইনি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে। সোমবারের বৈঠকের আগে ওআইসি কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় সুইডেনের বিশেষ দূতের মর্যাদা স্থগিত করেছে। ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তার সরকার কুরআনের অবমাননার নিন্দা জানিয়েছে এবং তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি পর্যালোচনা করছে।

ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে পোল্যান্ডে যুদ্ধ ছড়ালে কী করবে ন্যাটো

গত ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম, এ রকম ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ইউক্রেনের নিপ্রো অঞ্চলের কমান্ড পোস্টে বা নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। রোস্তভ প্রদেশের তাগানরগ অঞ্চলের কমান্ড পোস্টে ইউক্রেনের হামলার বদলা হিসেবে এ হামলা চালায় রাশিয়া।

স্টিফেন ব্রায়েন
প্রাবন্ধিক

রুশ কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তারা ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করলেও সেটা শহরের ভবনগুলোর ওপর বিধ্বস্ত হয়। এর মধ্যে একটা শিল্প জাদুঘরও রয়েছে। ইউক্রেনীয়রা যে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে, সেটা এস২০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের রূপান্তরিত সংস্করণ। ভূমিতে হামলা করার মতো সক্ষম করে তোলা হয়েছে।

হামলার মাত্র এক দিন আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নিপ্রো কমান্ড পোস্ট সফর করেন। সেখানে তিনি ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনির সঙ্গে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ইউক্রেনে সেনা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানসহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন।

রাশিয়ার গোয়েন্দারা খুব নিবিড়ভাবে জেলেনস্কিকে অনুসরণ করে চলেছেন। নিপ্রো কমান্ড পোস্টে তাঁর আগমন এবং ইউক্রেনের জেনারেল, কমান্ডার ও সেনা গোয়েন্দাপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাতের স্থানে এ হামলা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, রুশদের হামলার লক্ষ্যস্থল ছিল নিপ্রো কমান্ড পোস্টের কাছাকাছি একটি ভবন। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য হচ্ছে, রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে গিয়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ভবনটির ওপর গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই যুদ্ধ শিগগিরই আরও নিষ্ঠুর যুদ্ধে রূপান্তর লাভ করতে পারে। ইউক্রেন ভূখণ্ডের বাইরে চলে আসায় যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসতে পারে। নিজেদের ভূখণ্ডে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে, এমন কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় ইউরোপ। বড় সংকট এড়াতে কিছু প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন।

কিছু ভিডিও ও ছবিতে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনের কমান্ড পোস্টে আঘাত করতে দেখা যাচ্ছে। তাতে কিছু ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও

দেখা যাচ্ছে। এ হামলায় কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটা জানা যায়নি। খবরে বলা হয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষ চাপা পড়েছে। হাসপাতাল থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের রক্ত দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে, হতাহতের সংখ্যা কম নয়।

এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সময় ইউক্রেনের কমান্ড পোস্টে সেনা কমান্ডাররা ছিলেন কি না। থাকলে তাঁদের মধ্যে কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, জানা যায়নি।

রাশিয়ার ভূখণ্ডে ইউক্রেন এখন হামলা শুরু করেছে। ফলে যুদ্ধ এখন ইউক্রেনের সীমান্তের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে। গত সপ্তাহে মস্কোয় আরেক দফা ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। রাশিয়া দাবি করেছে, ড্রোনগুলো তারা ভূপাতিত (যদিও সেগুলোর কারণে ভূমিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে) করেছে।

যাহোক, রাশিয়ার তাগানরগ কমান্ড পোস্টে হামলা রাশিয়ার দিক থেকে বিবেচনা করলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এমন এক সেনাছাউনি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে, যেখানে জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভ ও অন্য উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা আগে সমবেত হয়েছিলেন। ইউক্রেনের কাছে কি বিশেষ গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে রাশিয়ার পদস্থ সেনা কর্মকর্তারা সেখানে সমবেত হবেন? ইউক্রেনের হামলায় কোনো সেনা কমান্ডার হতাহত হয়েছেন কি না, সেটাও স্পষ্ট নয়।

ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ অভিযান চলমান এবং দুই পক্ষের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু ইউক্রেনের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশি। মার্কিন ও ব্রিটিশ সমর পরিকল্পনাবিদেরা এই পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো চকিত হামলার মাধ্যমে রাশিয়ান বাহিনীকে হতচকিত করে দেওয়া। এ অভিযানে ইউক্রেনের মাঝারি মাপের কিছু অর্জন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই রাশিয়া তা পুনরুদ্ধার করে নিচ্ছে।

রুশরা এটা দেখতে পাচ্ছে যে ইউক্রেন তাদের সবচেয়ে সেরা প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সেনাদের পাল্টা অভিযানে অংশ নিতে পাঠিয়েছে। তাঁরা অত্যন্ত উঁচু মানের পেশাদারি দেখাচ্ছেন। ন্যাটোর কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়া এই সেনাদের নৈতিক মানও অত্যন্ত উঁচু। যাহোক, কৌশলগত কম গুরুত্বের একটি অভিযানে সেরা সেনাদের হারানো শেষ পর্যন্ত ইউক্রেন সরকারকে কতটা লাভবান করছে, সেটা তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

ওয়াশিংটনের এখন বড় উদ্বেগের কারণ হলো এই যুদ্ধ ইউক্রেনের বাইরেও শিগগিরই বিস্তার লাভ করবে কি না। যুদ্ধের সম্ভাব্য হটস্পট হতে পারে পোল্যান্ড। রুশ ও পোলিশ দুই পক্ষই সক্রিয়ভাবে প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। বেলারুশে ভাগনার গ্রুপের সেনাদের পাঠিয়েছে রাশিয়া, অন্যদিকে বেলারুশ ও ইউক্রেন সীমান্তে সাঁজোয়া যান পাঠিয়েছে পোল্যান্ড। ইউরোপে যদি যুদ্ধের পরিসর বাড়ে, তাহলে নতুন যুদ্ধকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে বাজে অবস্থায় রয়েছে ন্যাটো। সেনা, গোলাবারুদ, সাঁজোয়া যান ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সবকিছুর ঘাটতিতে রয়েছে ন্যাটো।

রাশিয়া এখন বড় আকারের সেনা নিয়োগের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করে, বড় পরিসরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। রাশিয়া শুরু থেকেই বলে আসছে, তারা ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। পোল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে তাদের এ দাবি শক্ত ভিত্তি পাবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই যুদ্ধ শিগগিরই আরও নিষ্ঠুর যুদ্ধে রূপান্তর লাভ করতে পারে। ইউক্রেন ভূখণ্ডের বাইরে চলে আসায় যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসতে পারে। নিজেদের ভূখণ্ডে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে, এমন কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় ইউরোপ। বড় সংকট এড়াতে কিছু প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন।

চীনের মতো পরাশক্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম ভারতের

অশোক মোদি

১৯৮৫ সালের মার্চে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। 'রাজীব রিগ্যান' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি ঘোষণা করেছিল, রাজীব বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে এবং কর ছাঁট দিয়ে 'ছোটখাটো বিপ্লব' ঘটিয়ে দিয়েছেন। এর তিন মাস পরে যুক্তরাষ্ট্রে রাজীবের সফরের সময় কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ জগদীশ ভগবতীর ভাষ্য ছিল আরও প্রশংসামুখর। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'আজকের চীনের চেয়ে ভারতে আরও অনেক বড় অর্থনৈতিক বিস্ময়ের সূচনা হতে চলেছে। সেই বিস্ময়কর ঘটনা যদি ঘটেই যায়, তার মধ্যমণি হবেন এই তরুণ প্রধানমন্ত্রী।' রাজীব গান্ধীর কর ছাড় ও অর্থনৈতিক শর্ত শিথিলের নীতিরও তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

১৯৮০-এর দশকের শুরুটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ, ওই সময় কার্যত অভিন্ন মাথাপিছু আয়ের এই দুটি সর্বাধিক জনবহুল দেশ তাদের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল। দুটি দেশই 'বিপ্লব' ও 'বিস্ময়কর' কিছু একটা করতে যাচ্ছে বলে বিশ্ববাসীর মনে ধারণা জন্মাচ্ছিল। কিন্তু চীন যখন মানবপুঁজির উন্নয়নের শক্ত ভিতের ওপর দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ভারত তার প্রবৃদ্ধির এই দিকটিকে, অর্থাৎ মানবসম্পদকে খাটো করেছে। চীন এরপর অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়েছে। অন্যদিকে ভারত যতটা শোর তুলেছিল, সে তুলনায় খুব কমই অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশের ব্যবধানের পরিসর বেড়েছেই। ১৯৮১ সালে ভারতের নাগরিকদের গড় আয়ু ছিল ৫১ বছর। অন্যদিকে চীনের নাগরিকদের গড় আয়ু ছিল ৬৪ বছর। বিশ্বব্যাংক সে সময় চীনের এই গড় আয়ুকে 'অসামান্য উচ্চমাত্রার' সাফল্য বলে অভিহিত করেছিল।

বিশ্বব্যাংক বলেছিল, ভারতের নাগরিকদের তুলনায় চীনের লোকেরা ভালো খেতে পারছে। এ ছাড়া চীন প্রায় সর্বজনীনভাবে নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে পেরেছে এবং দেশটির নারীরাসহ সব নাগরিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছিল। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে তখন বলা হয়েছিল, মাও সেতুংয়ের আমলে চীন লিঙ্গসমতার দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোর দিয়েছিল। নিকোলাস ক্রিস্টোফ ও শেরিল ইউডান তাঁদের যৌথভাবে লেখা বই হাফ দ্য স্কাইএ উল্লেখ করেছেন, চীন (বিশেষ করে দেশটির শহর অঞ্চল) 'নারীদের বেড়ে ওঠার সেরা জায়গা' হিসেবে গড়ে উঠেছে। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জন্মহার কমিয়েছে এবং শিশু পালন পদ্ধতিকে উন্নত করেছে। শিল্পবিপ্লবের সূচনালগ্ন থেকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিটি দৃষ্টান্ত (যার মূল ভিত্তি হলো টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি) মানবসম্পদ খাতে বিনিয়োগ ও কর্মশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাজারের উদারীকরণ চীনা ও ভারতীয় প্রবৃদ্ধিকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। তবে চীন মানবসম্পদ এবং লিঙ্গসমতা এ দুটি স্তম্ভের ওপর তার সফল উন্নয়ন কৌশল গড়ে তুলেছে যেখানে ভারত অনেক পিছিয়ে আছে।

এমনকি চীন আরও বাজারমুখী হওয়ার পরও, দেশটি তার জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলার মতো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি সৃজনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান বাড়াতে তারা যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের মানবসম্পদ সূচকে (যা ০ থেকে ১ স্কেলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতি পরিমাপ করে) ভারতের স্কোর ছিল ০.৪৯, যা নেপাল ও কেনিয়ার মতো অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের চেয়ে কম। অন্যদিকে চীনের স্কোর ছিল ০.৬৫। বর্তমানে চীনের উৎপাদনক্ষমতা ভারতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ৪৫ শতাংশ ভারতীয় শ্রমিক এখনো অনুৎপাদনশীল কৃষি খাতে রয়েছেন। অন্যদিকে চীন উৎপাদন খাতে তার শ্রমশক্তি নিয়োগের হার বাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী গাড়ির বাজারে, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক যানবাহনে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে এই জনসম্পদ কাজ করেছে।

১৯৮০-এর দশক থেকে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ববাদী চীনা খরগোশ হেরে যাবে এবং গণতান্ত্রিক ভারতীয় কচ্ছপেরই জয় হবে। জিরো কোভিড নিষেধাজ্ঞা ও বাণিজ্যে কড়াকড়ি আরোপে চীনের অর্থনীতি শ্লথ হয়ে পড়ায় অনেকে এই ধারণাকে সঠিক বলে ভাবেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, চীন তার দক্ষ মানবসম্পদের শক্ত ভিতে দাঁড়িয়ে আছে, যা ভারতের হাতে নেই। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক পরাশক্তি হওয়ার সম্ভাবনা ফিকে হয়ে আছে।

সাময়িকী

ইলন মাস্ক কেন টুইটারকে চীনের উইচ্যাটের মতো বানাতে চান

গত সপ্তাহের শুরুতে ইলন মাস্ক টুইটারের রিব্রান্ডিং করেছেন এক্স নামে। চীনের মেগা অ্যাপ উইচ্যাটকে অনুকরণের যে পরিকল্পনা তিনি নিয়েছেন, এটিকে সেই লক্ষ্যে নেয়া আরেকটি পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। মি. মাস্ক অনেক দিন ধরেই বলছেন যে তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে আমূল বদলে ফেলতে চান। গত বছর তিনি ৪৪ বিলিয়ন ডলার খরচ করে টুইটার কিনে নিয়েছিলেন, এখন তিনি এই প্ল্যাটফর্মকে আরও বড় কিছুতে পরিণত করতে চান। ইলন মাস্ক

পিটার হস্কিন্স
কলামিস্ট

এর আগেও চীনের উইচ্যাটের প্রশংসা করেছেন। উইচ্যাটকে বলা হয় 'এভরিথিং অ্যাপ' অর্থাৎ এটি দিয়ে সবকিছু করা যায় চ্যাট করা থেকে শুরু করে ডেটিং, পেমেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া। ইলন মাস্ক বলেছেন, তিনি যদি টুইটারকে 'এর কাছাকাছি কিছু'তে পরিণত করতে পারেন, সেটাও হবে এক বিরাট সাফল্য। গত সপ্তাহে এক্সে এক পোস্টে মি. মাস্ক বলেছেন সামনের মাসগুলোতে তিনি এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপে এমন অনেক কিছু যোগ করবেন - যা দিয়ে সব ধরণের যোগাযোগের কাজ থেকে শুরু করে কোন মানুষ তার সব আর্থিক কাজকর্ম সারতে পারবেন। তিনি আশা করছেন এক্স অ্যাপকে এভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি থেকে আয় অনেক বাড়ানো যাবে। মি. মাস্ক টুইটার কিনে নেয়ার পর বিজ্ঞাপন থেকে এটির আয় প্রায় অর্ধেক কমে গেছে এবং এটি এখন ঋণের ভারে জর্জরিত।

উইচ্যাট কী? কেন মি. মাস্ক এটিকে অনুকরণ করতে চান?

বিশাল চীনা বহুজাতিক কোম্পানি টেনসেন্ট ২০১১ সালে উইচ্যাট চালু করে। চীনের ১৪০ কোটি মানুষের প্রায় সবাই প্রতিদিন এই অ্যাপটি ব্যবহার করে। এটিকে শুধু 'সুপার অ্যাপ' বললে আসলে কম বলা হয়। এর মাধ্যমে মেসেজিং, ভয়েস এবং ভিডিও কল করা যায়, একই সঙ্গে এটি আবার সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফুড ডেলিভারি অ্যাপ। এটির মাধ্যমে মোবাইল পেমেন্ট করা যায়, গেমস খেলা যায়, সংবাদ থেকে শুরু করে ডেটিং - সব ব্যবস্থা আছে এই অ্যাপের মধ্যেই। এই একটি অ্যাপের মধ্যেই যেন হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, অ্যাপল পে, উবার, আমাজন, টিন্ডার এবং আরও বহু কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

চীনা সমাজের সবকিছুতে এই অ্যাপটি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে এটি ছাড়া সেখানে জীবনযাপন করা যেন প্রায় অসম্ভব।

এটি শুরু হয়েছিল হোয়াটসঅ্যাপ বা আইমেসেজের মতো একটি মেসেজিং অ্যাপ হিসেবে। এটির সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দুটি জিনিস হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের মতো 'চ্যাট' এবং ফেসবুকের মতো 'মোমেন্টস।' উইচ্যাটের ওয়ালেট চীনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এটিকে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। চীনের বেশিরভাগ দোকান এবং অনলাইন কেনাকাটায় উইচ্যাট পেমেন্ট নেয়া হয়। একটি কিউআর কোড স্ক্যান করে সহজেই পেমেন্ট করা যায়। লোকজন তাদের বাড়ির বিভিন্ন কিছুর বিল থেকে শুরু করে বিনিয়োগ, এমনটি অর্থ পর্যন্ত ধার করতে পারে উইচ্যাটের মাধ্যমে।

সরকারি সেবাগুলোও সব উইচ্যাটে আছে। লোকজন তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত তথ্য এই অ্যাপের মাধ্যমে দেখতে পারে। কেউ ড্রাইভিং এর গতিসীমা লঙ্ঘন করে টিকেট খেলে সেটির জরিমানা পরিশোধ করতে পারে, এমনকি হাসপাতালের অ্যাপয়েন্টমেন্টও বুক করতে পারে। করোনাভাইরাস মহামারির সময় তো চীনে এই অ্যাপ অপরিহার্য হয়ে উঠে। পুরো দেশ যখন কঠোর 'জিরো কোভিড' নিষেধাজ্ঞার আওতায় তখন উইচ্যাটে একটি 'হেলথ কোড' না থাকলে কারও পক্ষে চলাচল করাই ছিল অসম্ভব। তবে একটিমাত্র অ্যাপের মধ্যে এতকিছু থাকার কিছু খারাপ দিকও আছে। বাস্তবতার নিরিখে দেখতে গেলে, উইচ্যাট অ্যাপটি এত বড় যে এটি ফোনের মেমোরির একটা বড় অংশ দখল করে রাখে। সাধারণত এই অ্যাপের জন্য দশ গিগাবাইট পর্যন্ত জায়গা লাগে। তবে আরও গুরুতর যেটি, সেটা হলো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং নজরদারি নিয়ে উদ্বেগ। কারণ চীনা সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেভাবে এই অ্যাপ ঢুকে পড়েছে তা সরকারী সেন্সরশিপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। চীনে অনেক বিদেশি ওয়েবসাইটে ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিবিসির মতো সংবাদমাধ্যমে যেমন আছে, তেমনি ফেসবুক, এমনটি ইলন মাস্কের এক্স (টুইটার) পর্যন্ত রয়েছে।

জানা অজানা

যদি সকল ধর্মের মানুষ রামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তবে ধর্মের নামে এতো রক্তপাত হতো না

যদি সকল ধর্মের মানুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তাহলে এই পৃথিবীতে ধর্মের নামে এতো রক্তপাত হতো না।ধর্মের নামে এতো মারপিঠ,দাঙ্গা হাঙ্গা,হিংসা, হত্যা হতো না।আমরা কেউ কাউ কে সহ্য করতে পারি না।আমরা সবাই নিজের নিজের ধর্ম কে বড় বলে প্রচার করি ও অন্য ধর্ম কে ছোটো করে দেখাই ও ঘৃণা করি।আমরা চাই এই পৃথিবীতে কেবল আমাদের ধর্ম টাই টিকে থাক বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাক।এ জন্য আমরা করি জোর করে ধর্ম পরিবর্তন,ভেঙে ফেলি অন্য ধর্মের লোকেদের ধর্মস্থান,পুড়িয়ে ফেলি অন্য ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ,খারাপ মন্তব্য করি দেবদেবী ও অবতার পুরুষদের।কিন্তু ধর্ম সম্মন্ধে কি বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ?তিনি বলেছেন,,বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে গিয়ে যেমন একই সাগরে মিলিত হয় তেমনি এই পৃথিবীতে সব ধর্মের মানুষ বিভিন্ন পথে ও মতে সাধনা করে একই ঈশ্বর কে লাভ করে।এক রাম তার হাজার নাম।ঈশ্বর এক নাম ও রূপ অনেক।কেউ তাকে ভগবান বলে,কেউ তাকে আল্লা কেউ আবার কেউ তাকে গড বলে।কেউ আবার তাকে শিব,হরি, কালী,কৃষ্ণ,রাম ও ব্রহ্ম বলে।যেমন একটি পুকুরে তিনটি ঘাট আছে।হিন্দুরা এক ঘাটে জল নিচ্ছে আর বলছে জল,মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে পানী আর খ্রিস্টানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে তারা বলছে ওয়াটার।একই জল কিন্তু বিভিন্ন লোক তাকে বিভিন্ন নামে ডাকছে।ভগবানের বেলায় ও ঠিক তাই।ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।রামকৃষ্ণ দেব এ সব জীব কেবল মুখে কেউ শান্ত হন নি।তিনি সাধনা করে দিখিয়ে দিয়ে গেছেন।আজ পর্যন্ত মানুষ যে ধর্ম মতে ও যে ধর্ম পথে গিয়ে সাধনা করে ঈশ্বর কে লাভ করেছেও উপলব্ধি করেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সব মত ও পথে গিয়ে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করে বলেছেন,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যত মত তত পথ।তিনি হিন্দুদের সাকার ও নিরাকারের সাধনা করেছেন,তন্ত্র মতে,বৈষ্ণব মতে ও শাক্ত মতে,রামাইত, গানপত্য মতে ও বেদান্ত মতে সাধনা করেছেন।তিনি ইসলাম সাধনা ও খ্রিস্টান সাধনা করেছেন।তিনি সাক্ষ্যাত মা কালী কে দর্শন করেছেন,তাকে নিজের হাতে খাইয়েছেন,তার সাথে কথা বলেছেন।সাধনার শেষে তার সহধর্মিনী মা সারাদামনি কে পুজোর আসনে বসিয়ে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছেন ও তাকে মা বলে ডেকেছেন।পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা বিরল।তিনি কোন নুতন ধর্ম মত প্রচার করেন নি,কোনো ইজমের জন্ম দেন নি,নিজের ভাব জোর করে কারো উপর চাপান নি।তিনি হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান,খ্রিস্টানের কাছে খ্রিস্টান।আবার তিনি বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব,শাক্তের কাছে শাক্ত,শৈবের কাছে শৈব আবার নিরাকার বাদীদের কাছে নিরাকার বাদী।তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ ভঞ্জন করেছেন,তিনি ভক্ত ও জ্ঞানীর বিবাদ ভঞ্জন করেছেন,তিনি ভক্তি,কর্ম,জ্ঞান ও যোগের বিবাদ ভঞ্জন করেছেন।তিনি ধর্মের সমন্বয় করেছেন,বর্ণ প্রথা ও জাতি ভেদ প্রথা দূর করেছেন,তিনি যত্র জীব তত্র জীব বলেছেন,তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কে দেখার কথা বলেছেন,জীব সেবাই জীব সেবার কথা বলেছেন,ভগবান কে আপন জন বলে বলেছেন,নিজেকে পাপী ও দুর্বল না ভাবতে শিখিয়েছেন।সকল ধর্ম কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।সকল মত ও পথ কে সত্য বলেছেন,ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে ঝগড়া,ঝাটি,দলাদলি ও হিংসা ও ঘৃণা করতে বাধা দিয়েছেন।সত্যি আজ যদি সকল ধর্মের মানুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতো,তার আদর্শ ও বাণী কে গ্রহণ করতো তাহলে এই পৃথিবীতে ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে এতো রক্তপাত হতো না।

পাঠকের চিঠি

ভালোবাসায় সব হয়

সারদা মা বলতেন, ভালোবাসায় সব হয়।জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু কাজ করানো যায় না।ভালোবাসা না দিলে নিজের পেটের ছেলে ও কথা শুনে না।কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভালোবাসাই প্রথম কথা ও ভালোবাসাই শেষ কথা।প্রেমই অসম্ভব কে সম্ভব করে,এ জগৎ প্রেমিকের জন্য উন্মুক্ত।প্রেমিক হও জগৎ তোমার পায়ের তলায় আসবে।সব সময় ব্যথা দিয়ে কথা বলতে নেই।সব সময় নেতি বাচক ও ব্যঙ্গ করে কথা বলতে নেই।তুমি যদি সবসময় কারো নিন্দা করো,তার ভুল ধরো,দোষ দেখো ও বদনাম করো তাহলে তুমি কি তাঁর কাছ থেকে স্নেহ,ভালোবাসা ও সম্মান পাবে।তাঁর পিছনে লাগলে সে কি তোমার পূজা করবে ও তোমাকে আরতি দেখাবে।হয়তো মুখে কিছু নাও বলতে পারে কিন্তু তোমাকে ভালোবাসা ও সম্মান কোনোদিন দিবে না।তাই ভালোবাসা ও সম্মান পেতে হলে ভালোবাসা ও সম্মান দিতে হবে।মন কে উদার,শুদ্ধ ও পবিত্র করতে হবে।আর মন কে ভালো করার জন্য,শুদ্ধ ও পবিত্র করার জন্য মন্দিরে,মঠে ও আশ্রমে যাওয়া,সৎসঙ্গ করা ও ধার্মিক বই পড়া ও ভালো কাজ করা।কারো বদনাম করে ও কারো পিছনে লেগে তুমি কোনোদিন বড় হতে পারবে না,নাম কামাতে পারবে না ও মানুষের ভালোবাসা পাবে না।ওর এতো নাম হচ্ছে আমার হচ্ছে না,ওকে লোক কত মানছে আমাকে মানছে না,ওর পায়ের ধুলো নিচ্ছে আমার নিচ্ছে না বলে মাথা ঠুকে লাভ নেই।ভালোবাসার কাজ করতে হবে।তাই ভালোবাসা দাও ও ভালোবাসা পাও।মা সারদা বার বার বলেছেন, জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে কারো দোষ দেখো না,দোষ দেখবে নিজের,এ জগতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

হরিনার মুক্তেশ্বর ধাম পটকার বৈদ্যনাথ ধাম ঃসুনীল কুমার দে

মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম বইটি উন্মেচিত হবে আগামী ১৪ ই অক্টোবরে ধুমধামের সাথে

জামশেদপুর ঃ ৩১ শে জুলাই বাংলার শ্রাবন মাসের দ্বিতীয় সোমবারে মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা পুস্তকটির লেখক সুনীল কুমার দে মাতাজী আশ্রমের কিছু ভক্তদের নিয়ে হরিনার মুক্তেশ্বর ধামে পৌছালেন।বাবার পূজা অর্চনা করে তিনি আশ্রম কমিটির সাথে বৈঠক করে জানালেন যে মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা বইটির ছাপাই এর কাজ চলছে।আশ্রম কমিটি আগামী ১৪ ই অক্টোবর মহালয়ার দিনে ধুমধামের সাথে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বইটির উন্মোচন করবেন।সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ গুণীজনদের ও ভক্তদের ডাকা হবে।আশ্রম কমিটি এই মহান কাজ টি সম্পাদন করার জন্য লেখক সুনীল কুমার দের ভুয়সী প্রসংশা করেন ও তাঁকে ধন্যবাদ দেন।বৈঠকে সুনীল কুমার দে ছাড়াও কমল কান্তি ঘোষ,সুধাংশু শেখর মিশ্র,বলরাম গোপ,কমল কান্তি নায়ক,উল্লাস ভুইয়া,নিরঞ্জন বারিক ও আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মনোরঞ্জন জগতে পুরুলিয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছাপ ফেলছে

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ মানুষের জীবনে মনোরঞ্জনের গুরুত্ব প্রাচীনকাল থেকেই আছে। আজকের শারীরিক জীবনে মনোরঞ্জনের প্রযোজনীয়তা বেশি কারণ বর্তমান সময়ে মানুষ বেশি চাপে থাকে এবং মনোরঞ্জনের মাধ্যমে মানসিক চাপ দূর করা যায়। মনোরঞ্জনের অনেক মাধ্যম আছে যেমন গীত, সঙ্গীত, নাচ, খেলাধুলা ইত্যাদি। যার মধ্যে গীত সঙ্গীতের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। মনোরঞ্জন জগতে পুরুলিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি একটি বিশেষ চিহ্ন তৈরি করছে এবং পুরুলিয়া বাংলা গানের বাজার প্রসারিত হচ্ছে। এই গীতের ভিডিও অ্যালবাম পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশা রাজ্য পাশাপাশি দেশ বাংলাদেশ এবং ছৌ নৃত্যের মাধ্যমে ইউরোপের ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে মাসে লাখ লাখ টাকার কর্মসংস্থান করছেন শত শত মানুষ। পুরুলিয়ার বাংলা গীতের ভিডিও অ্যালবাম এক দশক আগে বাজারে এসেছে এবং এক দশকের মধ্যেই কর্ণপ্রিয় গীত পৌঁছে গেছে অন্য দেশে।

বেকারদের কর্মসংস্থান হচ্ছে ঃ শৈলেন্দ্র

পুরুলিয়া ফিল্ম জগতের বেদনার গানের ভিডিও অ্যালবামে আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন চান্ডিল মহকুমার কুকড়ু ব্লকের কুকড়ু গ্রামের বাসিন্দা অভিনেতা শৈলেন্দ্র মাহতো। শৈলেন্দ্র মাহাতো বলেন, ইউটিউব চ্যানেল বেকারদের কর্মসংস্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল সমুদ্রের রূপ নিয়েছে। মোটিভেশনাল ভিডিও, ব্লগ, কমেডি, স্থানীয় ভাষার ভিডিও অ্যালবাম ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। ইউটিউব চ্যানেলেও পুরুলিয়ার গান বেশ জনপ্রিয়। পুরুলিয়ার গানের ভিডিও অ্যালবামে দুই ধরনের ট্রেন্ড চলছে একটি হল রোমান্টিক নাচের গান এবং অন্যটি হল দুঃখের গান। তিনি জানান, তার ভিডিও অ্যালবাম লাখ লাখ ভিউ পাচ্ছে। শৈলেন্দ্র বলেন, বেদনার গানের মাধ্যমে তরুণদের প্রেমভালোবাসা থেকে দূরে থাকার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কারণ জীবনে তরুণদের সবার আগে তাদের ক্যারিয়ারের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভালোবাসার মিথ্যা ঘূর্ণিতে আটকে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যামন্দিরে বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য

সংগঠনটির নেতার বিরুদ্ধে মামলা, শাসকবিরোধী পক্ষের বাকযুদ্ধ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রচার মাধ্যমে এবং সামাজিক মাধ্যমে একটি অস্ত্র প্রশিক্ষনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মূলত গত ২৭ জুলাই দরং জেলার মঙ্গলদৈর মহর্ষি বিদ্যামন্দির নামের বিদ্যালয়ে জাতীয় বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ভিডিওতে একাংশ যুবককে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিতে দেখা গেছে। এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ডিজিপি জিপি সিংহের নির্দেশে ইতিমধ্যে সংগঠনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত অব্যাহত রাখা হয়েছে। দরং জেলা শাসক স্বয়ং এক্ষেত্রে এজাহার দাখিল করেছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হেমন্ত পাইং এবং কর্মচারী রতন দাসকে আটক করা হয়েছে। তবে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত মহর্ষি বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছে বজরং দলের নেতা অভিজিৎ ঘোষ অন্য ধরনের কথা বলে আবেদন জানিয়েছিলেন। মূলত যোগ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের চত্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবেদন জানিয়েছিলেন অভিজিৎ ঘোষ। মূলত নিশা মুক্ত একটি সমাজ গড়া, কর্মসংস্থান কিভাবে দেওয়া যাবে, মেডিটেশন, যোগ শিক্ষা এবং সজাগতা অভিযানের ক্ষেত্রে ২৭ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত শিবির আযোজনের জন্য বজরং দলের তরফে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরপর প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া অনুযায়ী বিদ্যালয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণের শিবির আযোজনের কথা জানতে পেরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ সুপারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছে। সমাজে মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের সম্মান ম্লান করা এবং সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে তাদের বিপথে পরিচালিত করার জন্য বজরং দলের নেতা অভিজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে মঙ্গলদৈ থানায় এজাহার দাখিল করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এদিকে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ নিজেদের যুক্তি তুলে ধরেছে। তবে শাসক পক্ষের তরফে বিষয়টিকে সমর্থন জানানো হয়েছে। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া স্বয়ং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বলে উল্লেখ করে বলেন নিজের সুরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া কোনো খারাপ বিষয় নয়। নিজের সুরক্ষার জন্য কাজ করা ভারতীয় সনাতন ধর্মের অধীনের বিষয়। বর্তমান পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সুরক্ষার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। প্রতিজন হিন্দু ব্যক্তি নিজের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নিজের ধর্মের সুরক্ষা নিজের স্বজাতির সুরক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাই বলেন আত্মরক্ষার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ প্রযোজন। হাত আত্মরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া খারাপ কাজ হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে শাসক পক্ষেরই মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন এই বিষয়টি ভালো হয়নি। তবে পুলিশ ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে গ্রেফতার করা ছাড়াও অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়েছে। একইভাবে মন্ত্রী অতুল বরা বলেন এই ধরনের অস্ত্র প্রশিক্ষণ সমর্থনযোগ্য নয়। তবে পুলিশ ইতিমধ্যে তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টির তদন্ত করছে। উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে এই সংক্রান্তে আইন নিজের ব্যবস্থা নিজে করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বজরং দলের সঙ্গে বিজেপি জড়িত নয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন এই বজরং দল হচ্ছে জাতীয় প্রজন্ম দল। এই সংগঠন বিজেপির সঙ্গে নেই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যেটা বজরং দল রয়েছে সেটা এই অস্ত্র প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত নয় বলে জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

তবে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক সরকার বিরোধী স্থিতি নিয়েছে কংগ্রেস। বিশেষ করে বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া বলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার অনুরোধ যারা এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া প্রশাসন কিভাবে এই অস্ত্র প্রশিক্ষণের অনুমতি দিয়েছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন বিদ্যামন্দিরে যদি এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ হয় তাহলে প্রশাসনের ভূমিকা কি রয়েছে। সাধারণ মানুষ যদি নিজেদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য নিজেরা এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন তাহলে প্রশাসনের দায়িত্ব কোথায় থাকলো। এটা কোনদিনও সুশাসন নয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডল বলেন মঙ্গলদৈর একটি বিদ্যালয়ে যদি এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ হয় তাহলে গৃহ বিভাগ কেন ঘুমিয়ে ছিল। পুলিশ প্রশাসন কোথায় ছিল। অসম সরকার কিংবা অসম পুলিশ অন্যান্য দল সংগঠনকে এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণের অনুমতি দেবে কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। সারা অসম ছাত্র সংস্থার উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য বলেন সরকারের এক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। কারণ প্রত্যেকেই রাজ্যে হিংসা বর্জিত পরিবেশ চায়। আইন প্রত্যেকের জন্য সমান হওয়া উচিত। শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের চত্বর বলে কথা নয় রাজ্যের কোথাও এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা মঙ্গলদৈতে একটি রাজনৈতিক দলের শাখা বজরং দলের একাংশ ব্যক্তি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়া বিষয়টিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন বজরংবলীর নাম নিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠন সশস্ত্র প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে। অথচ একজন মন্ত্রী সুরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের প্রযোজন বলে বক্তব্য দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কয়েকদিন আগে বলেছিলেন পরেশ বড়ুয়া যদি ৪ দিন এসে অসমে থেকে যান তাহলে তার মনোভাব পরিবর্তন হবে। কারণ বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অসমে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ ৭৪ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য অনুসারে ২৬ শতাংশ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অসমে অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান রাজ্যে সাধারণ জনতার মৃত্যু ৮৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ১১ শতাংশ সাধারণ জনতার মৃত্যু হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অসম পুলিশের উপরে প্রত্যেকের আস্থা রয়েছে। অসমের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অসং সরকার সক্ষম বলে প্রত্যেকের ধারণা ছিল কিন্তু অসম মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রীর ভাষ্য শুনে এটা মনে হচ্ছে যে রাজ্যের মঠ মন্দির তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সুরক্ষার জন্য নিজস্বভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন কাল পরশু যদি অন্যান্য দল সংগঠনগুলো বজরং দলের মত অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে তাহলে অসমের আইনশৃঙ্খলার পরিবেশের ক্ষেত্রে হুমকির সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী থেকে এই বিষয়ে স্পষ্টিকরণ চাওয়া ছাড়াও রাজ্যের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মন্দির, নামঘরের সুরক্ষার জন্য নিজেই যদি প্রশিক্ষণ নিতে হয় তাহলে অসম সরকারের প্রতি আস্থা থাকবে কিনা সেটা জানাতেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এক্ষেত্রে মন্ত্রীর বক্তব্য অসম সরকারের বক্তব্য কি নয় সেটাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হবে। অন্যথা অসম পুলিশের দক্ষতার প্রতি পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন হবে। সাধারণ মানুষের প্রতি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অটুট রাখার আহ্বান জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

ট্রাম্পের মতোই মামলায় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁর সহযোগীরা

নিউ ইয়র্ক ঃ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গতকাল মঙ্গলবার নতুন করে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে ট্রাম্প তৃতীয় একটি মামলায় অভিযুক্ত হলেন। তবে শুধু ট্রাম্প একাই নন, তাঁর আশপাশের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও নানা ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তাঁদের কয়েকজন অভিযুক্তও হয়েছেন। কেউ মামলার রায়ে কারাভোগ করেছেন, কেউ ক্ষমা পেয়ে গেছেন। আবার কারও কারও বিরুদ্ধে বিচারকাজ এখনো শুরুই হয়নি। ট্রাম্পের সহযোগী ও মিত্ররা কে কত মামলার মুখোমুখি হয়েছেন, তা জেনে নেওয়া যাক

স্টিভ ব্যানন ঃ কংগ্রেস অবমাননার দায়ে ২০২২ সালে ট্রাম্পের সাবেক নির্বাচনী প্রচার দলের সদস্য স্টিভ ব্যাননকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্প সমর্থকদের হামলার ঘটনায় প্রতিনিধি পরিষদের তদন্ত কমিটির সামনে ব্যাননকে হাজির হতে বলা হয়। তবে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে কংগ্রেস অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তবে ব্যাননের বিরুদ্ধে এখনো সাজা ঘোষণা করা হয়নি।

জ্যাক স্মিথ ও ডোনাল্ড ট্রাম্প ঃ নিউইয়র্কের স্থানীয় আদালতেও ব্যাননের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা হয়েছে। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রমেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের অনুদান নিয়ে দুর্নীতির মধ্য দিয়ে ব্যানন ট্রাম্প সমর্থকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। ব্যানন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। এ মামলায় ২০২৪ সালের মে মাসে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হওয়ার কথা। এই মামলায় ফেডারেল আদালতেও ব্যানন অভিযুক্ত হন। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আগে ওই মামলায় ট্রাম্প ব্যাননকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

রজার স্টোন ঃ ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও পরামর্শক রজার স্টোন। ২০১৬ সালে মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নিয়ে তদন্ত চলার সময় তদন্তকারী আইনপ্রণেতাদের সামনে সত্য বলার শপথ করার পরও মিথ্যা বলায় ২০১৯ সালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁকে তিন বছর চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাজা ভোগ করতে রিপাবলিকান নেতা স্টোন কারাগারে হাজির হওয়ার আগের দিন ট্রাম্প তাঁর সাজা কমিয়ে দেন। পরে স্টোনের সাজা মওকুফ করা হয়।

অ্যালেন উইসেলবার্গ ঃ ট্রাম্পের রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাবেক প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তা তিন মাসের বেশি কারাভোগ করেছেন। কর জালিয়াতিতে প্রকৌশলীকে সহযোগিতা করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এ সাজা হয়। উইসেলবার্গ ২০২২ সালে দোষী সাব্যস্ত হন। কর জালিয়াতির অভিযোগে ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার বিচারকাজ চলার সময় তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। ওই মামলায় শুধু কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল, ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করা হয়নি।

পিটার নাভারো ঃ ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে থাকাকালে তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন পিটার নাভারো। ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় প্রতিনিধি পরিষদের তদন্ত দলের কাছে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস অবমাননার অভিযোগ আনা হয়। নাভারো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিচারকাজ এখনো শুরু হয়নি। প্রতিনিধি পরিষদ থেকে একই অভিযোগে ট্রাম্পের আরও দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী মার্ক মিডোস এবং ড্যানিয়েল স্কাভিনোর বিরুদ্ধে মামলা করার সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

মাইকেল কোহেন ঃ ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পর্নো তারকা স্টরমি ড্যানিয়েলস এবং সাবেক প্লেবয় মডেল কারেন ম্যাকডুগালকে অবৈধভাবে অর্থ দেওয়ার অভিযোগে ২০১৮ সালে ট্রাম্পের সাবেক ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেন দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। নির্বাচনের আগে স্টরমি ড্যানিয়েলস এবং কারেন ম্যাকডুগাল অভিযোগ করেছিলেন, বেশ কয়েক বছর আগে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁদের যৌন সম্পর্ক ছিল। নির্বাচনের আগে তাঁদের মুখ বন্ধ করতে ওই অর্থ দিয়েছিলেন কোহেন। ২০১৮ সালেই কংগ্রেসে মিথ্যা বলার অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত হন কোহেন। মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে তিনি কংগ্রেসকে মিথ্যা বলেছেন বলে অভিযোগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে কোহেন ট্রাম্পের ঘোর সমালোচক হয়ে ওঠেন।

মাইকেল ফ্লিন ঃ একসময় মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন মাইকেল ফ্লিন। অবসরপ্রাপ্ত এ মার্কিন সেনা কর্মকর্তা ২০১৭ সালে এক মাসের কম সময়ের জন্য ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। ওই বছর ফ্লিন স্বীকার করেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে (এফবিআই) তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন। অবশ্য ফ্লিন পরবর্তী সময়ে সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের চেষ্টা করেছিলেন। ২০২০ সালে ট্রাম্প তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

পল মানাফোর্ট ঃ ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের সাবেক চেয়ারম্যান পল মানাফোর্ট ২০১৮ সালে জালিয়াতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন। রুশপন্থী ইউক্রেনীয় রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনৈতিক পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সময় অর্থ পাচারের অভিযোগেও তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মানাফোর্টকে সাড়ে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ট্রাম্প তাঁর সাজা মওকুফ করে দেন। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের স্থানীয় আদালতেও মানাফোর্টের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা করা হয়েছিল। তবে বিচারপতি তা খারিজ করে দেন।

রিক গেটস ঃ মানাফোর্টের সাবেক ব্যবসায়িক সহযোগী রিক গেটস ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপসংক্রান্ত তদন্ত চলার সময় মিথ্যা জবানবন্দি দেওয়ায় এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২০১৮ সালে মানাফোর্টকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১৯ সালে ৪৫ দিন কারাভোগ করেন। মানাফোর্টের বিরুদ্ধে বিচারকাজ চলাকালে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ইলিয়ট ব্রোইডি ঃ ইলিয়ট ব্রোইডি ট্রাম্পের সাবেক তহবিল সংগ্রহকারী দলের সদস্য ছিলেন। বিদেশি তদবিরসংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের দায়ে ২০২০ সালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। ব্রোইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি চীন ও মালয়েশিয়ার স্বার্থ রক্ষায় ট্রাম্প প্রশাসনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ট্রাম্প পরে ব্রোইডিকে ক্ষমা করে দেন।

ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় বিচার

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় এক হাজারের বেশি ট্রাম্প সমর্থকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি হলো রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্র। ওই মামলায় এ পর্যন্ত ৫৭০ জন নিজেদের দোষ স্বীকার করেছেন। আর ৭৮ জন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

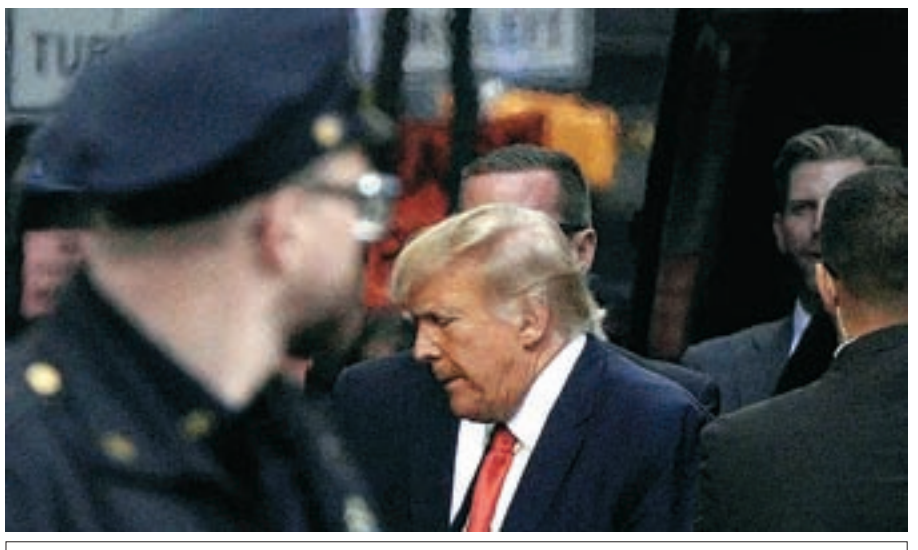

অবাক খাজা, পন্টিংয়ের কাছে সমাধান নেই, কঠোর হতে বলছেন হুসেইন

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ মন্থর ওভার রেটের কারণে অস্ট্রেলিয়া শাস্তি পাওয়ার পর আইসিসির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যাটসম্যান উসমান খাজা। অন্যদিকে সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক রিকি পন্টিং বলছেন, এ ব্যাপারে আরও সচেতন হতে পারেন খেলোয়াড় ও আম্পায়াররা। আর সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেইনের মতে, আইসিসির সময় এসেছে আরও কঠোর হওয়ার।

সদ্য সমাপ্ত অ্যাশেজে মন্থর ওভার রেটের কারণে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এ চক্রে অর্জিত ২৮ পয়েন্টের ১৯ পয়েন্টই কাটা গেছে ইংল্যান্ডের, অস্ট্রেলিয়ার কাটা গেছে ১০ পয়েন্ট। সঙ্গে দুই দলকেই ম্যাচ ফির একটা নির্দিষ্ট অংশ জরিমানাও দিতে হচ্ছে। আজ আইসিসি দুই দলের শাস্তির বিষয়টি ঘোষণা করার পর টুইটারে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন খাজা।

সিরিজে পাঁচ টেস্টের মধ্যে চারটিতেই ইংল্যান্ডকে শাস্তি দেওয়া হলেও অস্ট্রেলিয়া শাস্তি পেয়েছে বৃষ্টিবিঘ্নিত ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের জন্য। সে ম্যাচে এক ইনিংস বোলিং করেছিল স্বীকৃত স্পিনার ছাড়াই খেলতে নামা অস্ট্রেলিয়া। স্লো ওভার রেটের শাস্তির খবর আসার পর খাজা টুইটারে খোঁচা দিয়ে লিখেছেন, 'দুই দিনের বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংয়ের সুযোগই পাওয়া গেল না, আর আইসিসি এরপরও স্লো ওভার রেটের কারণে জরিমানার সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ১০ পয়েন্ট কেটে নিল! বেশ বোধগম্য হলো ব্যাপারটা'

মন্থর ওভার রেটের কারণে ১৯ পয়েন্ট হারিয়ে ফেলা, বেশ বড় ধাক্কাই হতে পারে এটি। যেমন আগের চক্রে সব দল মিলিয়ে হারিয়েছিল ১৯ পয়েন্ট, ইংল্যান্ড সমপরিমাণ পয়েন্ট হারাল এক সিরিজেই! পয়েন্ট হারানোর স্মৃতিটা সুবিধার নয় অস্ট্রেলিয়ারও। সর্বশেষ চক্রের চ্যাম্পিয়ন দলটি প্রথম আসরে পেনাল্টি ওভারের কারণেই শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া করেছিল ফাইনালে খেলার সুযোগ। খাজার প্রতিক্রিয়া তাই একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

তবে মন্থর ওভার রেট বেশ ভাবনার বিষয় সাবেক অধিনায়ক পন্টিংয়ের কাছে। আইসিসি রিভিউ নামের শোতে তিনি যেমন বলেছেন, 'সময় সব কোথায় যাচ্ছে ম্যাচের মধ্যে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারটি বুঝি না আমি। প্রতিদিনই আধা ঘণ্টা বেশি খেলা হচ্ছে, এরপরও দিনে ৬-৭ ওভার হারাচ্ছি। আমি জানি না, বুঝি না ঠিক। সময় কোথায় যাচ্ছে।' এ ক্ষেত্রে আম্পায়ার ও খেলোয়াড়দের এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন এবারের অ্যাশেজে ধারাভাষ্য দেওয়া পন্টিং, 'খেলোয়াড়দের দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে হয়, আম্পায়াররাও আরও এগিয়ে আসতে পারেন। খেলোয়াড়েরা যাতে আরও প্রস্তুত থাকে, সুশৃঙ্খল হয়, ব্যাটাররা আরও প্রস্তুত থাকে, ব্যাটসম্যান যখন ক্রিজে, তখনই বোলার যাতে তার বোলিং মার্কে থাকে এসব নিশ্চিত করতে হবে আম্পায়ারদের। এসব ম্যাচে যাতে আরও বেশি সময় নষ্ট না হয়, এর একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

মাঠের খেলা বেশ বিনোদনমূলক হলেও দর্শকেরা দিনে পুরো খেলাই প্রত্যাশা করেন, এমন মনে করেন পন্টিং। তিনি বলেছেন, 'টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তৃতীয় দিন শেষ সেশনের মধ্যেই পুরো এক সেশন হারিয়ে গিয়েছিল তিন দিনে দুই ঘণ্টা! এবং আমি জানি না এ সময় কোথায় হারিয়েছে, এর উপযুক্ত শাস্তিটাও ঠিক জানি না।'

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল খেলার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার উদাহরণ টেনে পন্টিং বলেছেন, 'আমি সত্যিই জানি না এর সমাধান কী, তবে যদি শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মতো কোনো দল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল মিস করে কয়েকটি ওভারের জন্য, তাহলে এটি বেশ কঠোর শাস্তি হয়ে যায়।'

হুসেইন অবশ্য কঠোর শাস্তিরই পক্ষে। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় পেনাল্টি কঠোরই হওয়া উচিত। এটা সমর্থকদের বেশ হতাশ করে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে যেমন টিকিটের অনেক দাম। ফলে আপনি পুরো দিনের খেলা চাইবেন। হয়তো অনেকে বলতে পারেন, আপনি যে করেই হোক বিনোদন পাচ্ছেন। তবে আপনি যদি ৯০ ওভারের টাকা দেন, তাহলে আপনি ৯০ ওভারই প্রত্যাশা করবেন বলে মনে করি।'

এরপর নাসের যোগ করেন, 'এরপর যদি আধা ঘণ্টা অতিরিক্ত খেলার পরও ৮৫ ওভারের পরই উঠে যান, তাহলে আমার মনে হয় জরিমানা, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট কেটে নেওয়া (উচিত), এর কারণে এরই মধ্যে দলের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা হারানোর উদাহরণ আছে। ফলে আইসিসির দলগুলোর ব্যাপারে কঠোর হওয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

দলগুলোকে নির্দিষ্টসংখ্যক ওভারের আগে বিরতিতে যেতে দেওয়া উচিত নয় বলেও মনে করেন এখন ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা হুসেইন, 'এবং আমি মনে করি, যদিও জানি এ ব্যাপারে টিভি কোম্পানিগুলোরও একমত হতে হবে যদি আপনি নির্দিষ্ট ৩০ ওভার না করেন, তাহলে আপনাকে মাঠে থাকতে হবে। আপনি না হলে মধ্যাহ্নভোজ পাবেন না, চা খেতে পারবেন না।' এর মাধ্যমে ওভারের গতি বাড়বে বলেও মনে করেন নাসের, 'এর মাধ্যমে খেলোয়াড়েরা আরও দ্রুতগতিতে এগোবেন আগে থেকেই। কারণ, আপনি সাড়ে তিন ঘণ্টার সেশন চাইবেন না শেষে গিয়ে। বিশেষ করে পেসাররা দিনের শেষে সাড়ে তিন ঘণ্টার সেশনে বোলিং করতে চাইবে না। ফলে আম্পায়ারদের আরও কঠোর হতে হবে।'

প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ দি পলের

লন্ডন ঃ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর তাঁদের দুজনের উদ্‌যাপনের মুহূর্তগুলো ভক্তদের মন কেড়েছিল। আর্জেন্টাইন সমর্থকদের বেশ প্রিয় জুটি হয়ে উঠেছিলেন রদ্রিগো দি পল ও টিনি স্টোয়েসেল। কে জানত সেই জুটি এত জলদি ভেঙে যাবে! দি পল টিনি স্টোয়েসেল যৌথভাবে দেওয়া বিবৃতিতে ভক্তদের শুনিয়েছেন দুঃসংবাদ। বিবৃতিতে নিজেদের বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। পারস্পরিক সমঝোতায় সম্পর্কে ছেদ টানলেও একজনের জন্য অন্যজনের 'ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা' আগের মতোই থাকার কথাও জানিয়েছেন এ জুটি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রদ্রিগো পলের। বিশ্বকাপের অনেক আগে থেকেই মেসির সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে বেশ আলোচিত দি পল। মাঠে ও মাঠের বাইরে প্রায় সময়ই তাঁকে দেখা যায় মেসির দেহরক্ষী হিসেবে। দি পল নিজেও এটা উপভোগ করেন। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পর বান্ধবী টিনি স্টোয়েসেলকে নিয়ে দি পলের উদ্‌যাপনের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। দুজনের ভক্তরাই সেটা পছন্দ করেছেন। কিন্তু সেই জুটি ভেঙে গেল কয়েক মাসের মধ্যেই।

এ দুজনের মধ্যে যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, সেই আভাস অবশ্য পাওয়া যাচ্ছিল। এমনিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন অন্যজনের প্রতি খুব নিয়মিতই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন। তবে কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের যোগাযোগ ও যৌথ কার্যকলাপ একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ইনস্টাগ্রামে

স্টোয়েসেলের সঙ্গে দি পল সবশেষ ছবি দিয়েছিলেন গত ৭ মে।

সেদিন এক পোস্টে নিজেদের একাধিক অন্তরঙ্গ ছবি দিয়েছিলেন দি পল। আর স্টোয়েসেলের কোনো পোস্টে দি পলের সবশেষ মন্তব্যটি করেছিলেন গত ২৬ জুন। প্রেমিকার একটি পোস্টে দি পল লিখেছিলেন, 'আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। তুমি যে মানুষটা তাকে এবং তোমার শক্তিকেও।' কিন্তু সেদিনের পর প্রেমিকার পোস্টে আর কথা বলতে দেখা যায়নি আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে।

অন্যদিকে স্টোয়েসেল দি পলের সঙ্গে ছবি দিয়ে সর্বশেষ পোস্ট করেছিলেন ২৪ মে। সেদিন ছিল মূলত দি পলের জন্মদিন। একে অপরকে চুমু খাওয়ার ছবি পোস্ট করে স্টোয়েসেল লিখেছেন, 'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমার ভালোবাসা। শুভ জন্মদিন।'

লম্বা সময় একসঙ্গে দেখা না গেলেও কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, নিজেদের পেশাগত ব্যস্ততার কারণে হয়তো একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না তাঁদের। তাই ব্যস্ততা শেষ করে আবারও একসঙ্গে তাঁদের দেখার আশাও ছিল। কিন্তু সে আশায় ইতি টেনে দিলেন এ দুজন। জানিয়ে দিলেন তাঁরা আর একসঙ্গে থাকছেন না।

বিবৃতিতে দি পল ও স্টোয়েসেল লিখেছেন, 'আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে নিজেদের সম্পর্কে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা দারুণ কিছু মুহূর্ত একসঙ্গে যাপন করেছি। আমার সুযোগ হয়েছে এমন একজন মানুষকে জানার, যাকে আমি ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি। নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্তেও আমরা একসঙ্গে ছিলাম। ভালোবাসা ও সম্মানের জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

শুধু গায়িকা হিসেবেই নয়, স্টোয়েসেল একই সঙ্গে গীতিকার, অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী ও মডেল হিসেবে বেশ পরিচিত। ২০০৭ সালে আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় টিভি সিরিজ পাতিতো ফেও দিয়ে যাত্রা শুরু করেন স্টোয়েসেল। গত বছরের আগস্টে দি পলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান স্টোয়েসেল। এই গায়িকা-অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর আগে আর্জেন্টাইন মডেল কামিলা হোমসের সঙ্গে ১২ বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন দি পল। এ জুটির দুই সন্তানও আছে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ১৪ অক্টোবর, একই দিনে বাংলাদেশেরও খেলা

লন্ডন ঃ এক দিন এগিয়ে আনা হচ্ছে বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ১৫ অক্টোবরের বদলে ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের কারণে পরিবর্তন আসছে আরও কয়েকটি ম্যাচের সূচিতে। ১৪ অক্টোবর চেন্নাইয়ে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড এবং দিল্লিতে আফগানিস্তান-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এক দিনে তিনটি ম্যাচ এড়াতে আফগানিস্তান-ইংল্যান্ডের খেলাটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হবে সূচি অনুসারে।

পরিবর্তিত এই সূচি এ সপ্তাহের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।

আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করা হয়েছিল জুনের শেষ সপ্তাহে। সূচি প্রকাশের পর ১৫ অক্টোবরের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে ব্যাপক সাড়া পড়ে। ওই দিনের আহমেদাবাদের হোটেল ভাড়া, বিমান ভাড়া বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তবে সপ্তাহ দুয়েক আগে নতুন খবর সামনে আসে।

এশিয়া কাপের খসড়া সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে আহমেদাবাদের পুলিশ ভারতীয় বোর্ড বিসিসিআইকে জানায়, ১৫ অক্টোবর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নবরাত্রি উৎসব শুরু হওয়ায় একই সময় ক্রিকেট ম্যাচে নিরাপত্তা জোরদার করা কঠিন হবে। এ জন্য ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তনের অনুরোধ জানায় তারা। গত সপ্তাহে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ নিশ্চিত করেন, বিশ্বকাপ সূচিতে পরিবর্তন আসছে। যদিও নবরাত্রি বা নিরাপত্তা কোনো কারণ নয় জানিয়ে তিনি দাবি করেন, অংশগ্রহণকারী কয়েকটি দেশ সূচি বদলের লিখিত অনুরোধ জানিয়েছে।

আজ ক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়, ভারত-পাকিস্তানসহ কয়েকটি ম্যাচের সূচিতে অদলবদল এনে বিসিসিআই আইসিসির কাছে পাঠিয়েছে। পরিবর্তিত সূচি আইসিসি হয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কাছে যাওয়ার পর তাতে সম্মতিও পাওয়া গেছে। শুধু ভারত ম্যাচই নয়, পাকিস্তানের অন্য একটি ম্যাচের সূচিতেও বদল আসছে।

১২ অক্টোবর হায়দরাবাদে শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হওয়ার কথা বাবর আজমদের। এখন দুই ম্যাচের মাঝে পর্যাপ্ত বিরতি নিশ্চিত করতে ম্যাচটি ১০ অক্টোবরে নির্ধারণ করা হচ্ছে। ভেন্যু একই থাকবে। বদলে যাবে আফগানিস্তান-ইংল্যান্ডের ম্যাচটিও। এটি হতে পারে ১৩ অক্টোবর।

এদিকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সূচি নিয়ে যখন আলোচনা, তখন পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণই অনিশ্চতায় ঝুলে আছে। পিসিবি জানিয়েছে, বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। আর পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গঠন করেছে বিশেষ কমিটি। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভাট্টির নেতৃত্বাধীন কমিটি আগামীকাল বৈঠকে বসবে। ১৪ সদস্যের কমিটি ভারতে ভেন্যু পরিদর্শনে একটি নিরাপত্তা দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আর ক্রিকেটপাকিস্তানের খবরে বলা হয়, কমিটি একটি সুপারিশমালা তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের কাছে জমা দেবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন পাকিস্তানের সরকারপ্রধান।

গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়াম নিয়ে চীনযুক্তরাষ্ট্রের লড়াই, কী প্রভাব পড়বে বিশ্বের ওপর

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ মাইক্রোচিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যেই বেইজিং সেমিকন্ডাক্টর তৈরির প্রধান দুটো উপাদান রপ্তানির ওপর তাদের আরোপ করা বিধিনিষেধ কার্যকর করতে যাচ্ছে।

বেইজিং প্রশাসনের নতুন এই নীতি অনুসারে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির এই দেশ থেকে কোথাও গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়াম রপ্তানির জন্য বিশেষ লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে।

ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার চিপসহ সামরিক সরঞ্জামাদি উৎপাদনে এই দুটো উপাদান ব্যবহার করা হয়।

মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তি শিল্পে চীন যাতে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে চীনের কাছে সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ওয়াশিংটন। তার পরেই চীন গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়াম রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

বিশ্বব্যাপী যতো গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়াম ব্যবহার করা হয় তার সবচেয়ে বড় উৎপাদনকারী দেশ চীন।

জরুরি কাঁচামাল শিল্প সংক্রান্ত জোট ক্রিটিক্যাল র ম্যাটেরিয়ালস অ্যালায়েন্স সিআরএমএর হিসেব অনুসারে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত গ্যালিয়ামের ৮০ এবং জার্মেনিয়ামের ৬০ আসে চীন থেকে।

গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়ামকে বলা হয় মাইনর মেটাল, এর অর্থ এগুলো প্রকৃতিতে এমনি এমনি পাওয়া যায় না। সাধারণত অন্যান্য প্রক্রিয়ার উপজাত হিসেবে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি জাপান ও নেদারল্যান্ডসও চীনের কাছে চিপ প্রযুক্তি রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। উল্লেখ্য যে সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারী বিশ্বের প্রধান একটি কোম্পানি এএসএমএল নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত।

চীন থেকে এই ঘোষণা আসার সময়টা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। কারণ এর আগে হল্যান্ডসহ আরো কয়েকটি দেশ চীনের কাছে চিপ রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, বিবিসিকে একথা বলেছেন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান বিএমও ক্যাপিটাল মার্কেটসের কলিন হ্যামিলটন। বিষয়টা খুব সহজ আপনি যদি আমাকে চিপস না দেন, তাহলে এসব চিপস তৈরিতে যেসব উপাদান লাগে, আমরাও সেগুলো আপনাদের দেব না, বলেন তিনি।

বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির এই দুটো দেশের মধ্যে ক্রমাগত এধরনের পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপের ফলে সম্পদের জাতীয়তাবাদীকরণ প্রবণতার বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এই প্রবণতায় একটি দেশের সরকার আরেকটি দেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিজেদের কাছে মজুদ করে রাখে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন দেশের সরকার এখন বিশ্বায়নের ধারণা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বলেন বার্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কেভিন হারপার, যিনি গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে গবেষণা করেন।

আন্তর্জাতিক বাজারগুলো এসব উপাদান সরবরাহ করবে এই ধারণা এখন আর নেই। আর আপনি যদি এই চিত্রটাকে আরো বড় পরিসরে দেখেন তাহলে দেখবেন যে পশ্চিমা শিল্প কিছুটা হলেও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার হুমকির মধ্যে পড়েছে।

গ্যালিয়াম আর্সেনাইড একটি যৌগিক পদার্থ যা গ্যালিয়াম ও আর্সেনিক দিয়ে তৈরি। হাইফ্রিকোয়েন্সি কম্পিউটার চিপস তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও লাইট এমিটিং ডায়োডস বা এলইডি লাইট এবং সোলার প্যানেল উৎপাদনেও এই পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের সীমিত সংখ্যক কিছু কোম্পানি ইলকেট্রনিক সামগ্রীতে ব্যবহারযোগ্য নিখাদ গ্যালিয়াম আর্সেনাইড উৎপাদন করে থাকে।

মাইক্রোপ্রসেসর এবং সোলার সেল তৈরি করতেও জার্মেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। মি. হ্যামিলটন বলছেন, ভিশন গগলসেও এটি ব্যবহার করা হয় যা সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে মি. হ্যামিলটন বলছেন এর বিকল্প হিসেবে আঞ্চলিকভাবেই যথেষ্ট সরবরাহ থাকা উচিত। উন্নত মানের সেমিকন্ডাক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা নিশ্চিত করা কঠিন যেহেতু এই খাতে চীন আধিপত্য বিস্তার করছে। তাই রিসাইক্লিংএর বিষয়টি বিবেচনা করতে হতে পারে। গত মাসে পেন্টাগনের একজন মুখপাত্র বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জার্মেনিয়ামের মজুদ আছে, কিন্তু তাদের কাছে সেই পরিমাণে গ্যালিয়াম নেই।

ওই মুখপাত্র আরো জানান যে প্রতিরক্ষা দপ্তর এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে... মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের জন্য গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়ামসহ যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ প্রয়োজন সেগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশের ভেতরে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের ও প্রক্রিয়াজাতকরণের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

তার পরেও রপ্তানির ওপর চীনের আরোপ করা বিধিনিষেধ দীর্ঘ মেয়াদে সীমিত কিছু প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে এরকম একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউরেশিয়া গ্রুপ বলছে গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়াম রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন শীর্ষস্থানীয় হলেও, কম্পিউটার চিপস উৎপাদনে যেসব উপকরণের প্রয়োজন সেগুলো উৎপাদনের জন্য বিকল্প উৎস রয়েছে। তারা বলছে, এজন্য চীনের বাইরেও কিছু স্থাপনা রয়েছে।

এক দশক আগে চীন যখন বিরল কিছু খনিজ পদার্থ রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তখনও ইউরেশিয়া গ্রুপ প্রতিষ্ঠানটি একই ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেছিল।

ইউরেশিয়ার হিসাব অনুসারে, ইতোমধ্যে আরো কিছু রপ্তানিকারক দেশের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে চীনের আধিপত্য ৯৮ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩।

গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়ামের জন্য বিকল্প উৎসের আরো বিকাশ ঘটবে বলে আমরা আশা করতে পারি। একই সাথে এসব পণ্যের রিসাইক্লিং প্রক্রিয়াও আরো জোরালো হবে। বিকল্প উৎসের সন্ধানেও তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পাবে, বলেন ইউরেশিয়ার একজন পরিচালক আন্না অ্যাশটন।

'এটা যে শুধু চীনের রপ্তানি বিধিনিষেধের ফলেই হবে তা নয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা, ভূরাজনৈতিক কৌশলগত প্রতিযোগিতা ও অবিশ্বাস এসবের ফলেও এমনটা ঘটবে, বলেন তিনি।

গত বছরের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যেসব কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সফটওয়্যার কিম্বা উপকরণ ব্যবহার করে চীনের কাছে চিপ (এগুলো বিশ্বের যেখানেই তৈরি করা হোক না কেন) রপ্তানি করবে তাদেরকে লাইসেন্স নিতে হবে। ওয়াশিংটনের এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের পর চীনের পক্ষ থেকে প্রায়শই অভিযোগ করা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তি খাতে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

সাম্প্রতিক কালে চীন আমেরিকার সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত এরোস্পেস কোম্পানি লকহিড মার্টিনের মতো কোম্পানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

এর পাশাপাশি পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের সরকার এসব খনিজ পদার্থ ও তৈরি পণ্যের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর উপরেও জোর দিয়েছে। তবে এটাও ঠিক এসব খনিজ পদার্থের বিকল্প উৎস খুঁজে বের করা এবং ব্যবহারের জন্য গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়ামের মতো উপাদানকে প্রস্তুত করতে আরো কয়েক বছরের সময় প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো খনিসমৃদ্ধ দেশগুলো এসব পদার্থের সঙ্কটকে একটা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে এসব সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে - যা চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে করেছে - তা সারা বিশ্বের পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ পরিবেশের ক্ষতি করে না এরকম নতুন সব প্রযুক্তি এসব পদার্থের ওপর নির্ভরশীল।

এটা কোনো জাতীয় সমস্যা নয়। মানবজাতি হিসেবে আমরা এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। আশা করছি নীতিনির্ধারকরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সব উপকরণের ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা কার্বনমুক্ত করার সব চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে পারবো, বলেন ড. হারপার।

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের এই বিধিনিষেধ যে এখনই এই শিল্প খাতে বা ভোক্তা পর্যায়ে বিপর্যয় ডেকে আনবে তা নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই প্রবণতা কোন দিকে যাচ্ছে সেদিকে নজর রাখা জরুরি। সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে গ্যালিয়াম ও জার্মেনিয়ামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারবে না। তবে একটা গাড়ির দাম কতো হবে এবং পরিবেশের ক্ষতি করে না এরকম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে কতো খরচ পড়বে এসব বিষয় নিয়ে তারা ঠিকই চিন্তা করেন, বলেন তিনি। কখনো কখনো দূরের দেশে বিমূর্ত কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়, আমাদের জীবনের ওপর যার সত্যিই বড় ধরনের প্রভাব পড়ে থাকে।

টুকরো খবর

টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে বুয়েট ছাত্রদের গ্রেফতার নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক

ঢাকা। সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে বেড়াতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া শিক্ষার্থীদের জামিন দিয়েছে সুনামগঞ্জের একটি আদালত। সরকারের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল গত রবিবার। গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে ২৪ জন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটের শিক্ষার্থী, ৭জন সাবেক শিক্ষার্থী এবং তিনজন তাদের স্বজন। গ্রেফতার দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের জামিন আবেদন শিশু আদালতে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামিপক্ষের আইনজীবী তৈয়বুর রহমান বাবুল বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, এই শিক্ষার্থীরা হাওরে ঘুরতে এসেছিলেন। পুলিশ শুধুমাত্র সন্দেহের বশে এই মেধাবী শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার করেছে।

তাদের বিরুদ্ধে নাশকতার পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতার যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, পুলিশ সেগুলো প্রমাণ করতে পারেনি। তাদের কাছ থেকে মামলার অভিযোগ প্রমাণের মতো কোন তথ্য উপাত্ত উদ্ধার হয়নি বলে তিনি জানান।

মি. বাবুল বলেন, তারা কিছু ইসলামী বই আর স্ক্রিনশট পেয়েছে। এগুলো অনেক মুসলমান ছেলের কাছেই থাকতে পারে। এই শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের কেউই কোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নেই। এই কথাগুলো আমরা আদালতকে জানিয়েছি। সার্বিক তথ্য প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ করে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেছেন। এদিকে মামলার তদন্তের স্বার্থে বিশেষ করে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে শেষ মুহূর্তে আসামিদের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেছিল পুলিশ। তবে আদালত রিমান্ড আবেদনের শুনানি শেষে তা খারিজ করে দেন। রোববার বিকেলে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার টাঙ্গুয়ার হাওরের পাটলাই নদী দিয়ে ট্যাকেরঘাট পর্যটন এলাকায় যাওয়ার পথে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। পুলিশের অভিযোগ, তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরেছেন টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটক হিসেবে আসা ৩৪ জনের একটি দল 'সরকার বিরোধী নাশকতার' পরিকল্পনা করছিল। পুলিশ দাবি করছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সবাই 'ইসলামী ছাত্রশিবিরের দ্বারা অনুপ্রাণিত'।

শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের তরফ থেকে এমন গুরুতর অভিযোগ আনা এবং কয়েকদিন ধরে তাদের নাজেহাল করা মানবাধিকারের লঙ্ঘণ বলে জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন। মি. খান প্রশ্ন তোলেন, ছাত্ররা যদি কোন দলের হয়ে শলাপরামর্শ বা অ্যাকশনের পরিকল্পনা করেই থাকে, সেজন্য কী টাঙ্গুয়ার হাওরে যেতে হবে? ঢাকা বা বুয়েটের ভেতরে কোন জায়গা নেই? হাওরে এমন কিছু নেই যা ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে এতদূর যেতে হবে। তাই এই ঘটনা পুলিশ যেভাবে ব্যাখ্যা করছে, সেটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন, বলে তিনি জানান।

সম্প্রতি সরকার জামায়াতে ইসলামীকে কর্মসূচি পালনের অনুমতি দিয়েছে। সে হিসেবে জামায়াত কিংবা অন্যান্য সংগঠন যদি দূরে কোথাও গিয়ে বৈঠক করেও থাকে, তাহলে সেটি অপরাধ বলে গণ্য হওয়ার কথা না বলে মনে করেন মি. খান।

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যে নাশকতার পরিকল্পনা করার বা জামায়াত শিবিরে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে এর পক্ষে পুলিশ নিশ্চিত কোন কারণ দেখাতে পারেনি। তাই পুলিশের অভিযোগ মিথ্যাও হতে পারে বলে তিনি জানান। মি. খান বলেন বুয়েটের এতোজন শিক্ষার্থী সবাই একই সংগঠনের হওয়ার সুযোগ আমি দেখি না। এছাড়া নাশকতার পরিকল্পনা বা নাশকতায় অংশ নিতে যে আলামত দরকার সেগুলো পুলিশের জব্দ করে দেখানো উচিত ছিল। বাংলাদেশে প্রায়শই পুলিশ অনেককে গ্রেফতার করে জামায়াত, শিবির, জঙ্গি এই পরিচয় যুক্ত করে দেয়ার চেষ্টা করে। এই শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মি. খান।তার মতে, পুলিশ যেসব আলামতের কথা বলেছে সেগুলো খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। বাংলাদেশে যখন কাউকে জঙ্গি বা শিবির নামে গ্রেফতার করা হয়, তখন জঙ্গি, শিবির, ইসলামের নামে হাতে গোনা কয়েকটি বই হাজির করা হয়। বইগুলো আসে কোথা থেকে, আদৌ তাদের থেকে উদ্ধার হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়, পরে তারা মুক্তি পান যথারীতি। এই শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে তা এখনই বলার সুযোগ নেই। এই বিষয়গুলোর বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, নিরপেক্ষ তদন্ত করে দেখা উচিত, শিক্ষার্থীদের যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা আদৌ এ ধরণের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কি না। গ্রেফতারের পেছনে অন্য কোন কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার। এটি যদি সাজানো ঘটনা হয়, তাহলে যারা হয়রানি করেছে তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হলেও তা করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে কাউকে হয়রানি করার ক্ষেত্রে তারা সতর্ক থাকেন। তিনি বলেন।

শিক্ষার্থীদের আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পরদিন সোমবার বিকেলে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে পুলিশ বাদী হয়ে তাহিরপুর থানায় একটি মামলা করে। এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে বিকেলে তাদের আদালতে হাজির করলে আদালতের বিচারক ৩২ জনকে কারাগারে এবং দুজন কিশোর হওয়ায় তাদের কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সবাই বুয়েটের শিক্ষার্থী। এর মধ্যে কয়েকজন সাবেক শিক্ষার্থীও রয়েছেন। তাহিরপুর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদুল কবির বাদী হয়ে আটককৃত ৩৪ জনের মধ্যে বুয়েটে অধ্যয়নরত ২৪ জন, সাবেক বুয়েট শিক্ষার্থী ৭ জন এবং অন্যান্য ৩ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহিরপুর থানায় রুজু করা হয়। এ সময় নৌকার দুই মাঝিকে আটক করা হলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের আটকের বিষয়ে গণমাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন সুনামগঞ্জ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু সাঈদ। এই বিজ্ঞপ্তির একটি অংশে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, জানমালের ক্ষতি সাধন, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডসহ সাম্প্রতিক সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে বুয়েট শাখার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বায়তুলমাল বিষয়ক সম্পাদক আফিফ আনোয়ার এর নেতৃত্বে এই শিক্ষার্থীরা হাওড়ে একত্রিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঘটনাস্থলে তাদের তল্লাশি করে তাদের হেফাজতে থাকা ৩৩টি বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোন, ছাত্র শিবিরের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত স্ক্রিনশটের কপি, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত প্রচারপত্র, সদস্য, সাথীদের পাঠযোগ্য কোরান ও হাদিসের সিলেবাস, কর্মী ঘোষণা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত স্ক্রিনশটের কাগজপত্র জব্দ করা হয়।

এদিকে গ্রেফতার শিক্ষার্থীদের কেউ কোনও ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত নয় বলে শুরু থেকেই দাবি জানিয়ে আসছিল তাদের অভিভাবকরা। মঙ্গলবার বুয়েটের শহীদ মিনারে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি করেন আটককৃত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। আটক এক শিক্ষার্থীর বাবা আব্দুল কাউয়ুম বিবিসি বাংলাকে জানান, তার সন্তান যে ঘুরতে গিয়ে আটক হবেন, তিনি সেটা ভাবতেও পারেননি। তিনি বলেন, আমার ছেলেকে ২২ বছর ধরে আমি বড় করেছি। সে কোন ধরণের রাজনীতির সাথে জড়িত না। রাষ্ট্রীয় কোনও ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তারা হাওড়ে ঘুরতে গিয়েছিল।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানের সাজা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা এক মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নয় বছর এবং তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকার একটি আদালত। মি. রহমানকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এটি না দিলে তাকে আরও তিন মাস সাজা ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে জুবাইদা রহমানকে কারাদণ্ড ছাড়াও ৩৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং অনাদায়ে তাকে আরও এক মাস সাজা ভোগ করতে হবে। আদালত একই সঙ্গে মি. রহমানের প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন। রায় ঘোষণার পরপরই আদালত চত্বরে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের এবং নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে 'রায় প্রত্যাখ্যান' করে মিছিল শুরু করে দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় রায় প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ মিছিল করেছে বিএনপি সমর্থকরা। মি. রহমানের আইনজীবীদের একজন কায়সার কামাল বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ২০০৭ সালের দায়েরকৃত মামলায় তড়িঘড়ি করে এ মামলায় রায় দেয়া হয়েছে।

ভারত বিশ্বব্যাপী চাল রপ্তানি বন্ধ করলে কী ঘটবে

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ গত ২০শে জুলাই দেশের ভেতরে চালের উর্ধ্বমূখী দাম সামাল দিতে ভারত সরকার বাসমতি ছাড়া আর সব ধরনের সাদা চালের রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার ইন্ডিয়ান মুদি দোকানগুলিতে আতঙ্কিত খদ্দেরদের চাল কেনা এবং দোকানের খালি হয়ে যাওয়া তাকের ছবি এবং ভিডিও প্রকাশিত হয়, যার ফলে চালের দাম আরও বেড়ে যায়।

ভারত বিশ্বের শীর্ষ চাল রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৪০ চাল রপ্তানি হয় ভারত থেকে।

অন্যান্য শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র।

চালের প্রধান ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে চীন, ফিলিপিন্স এবং নাইজেরিয়া। ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের মতো দেশগুলি ভারতের সুইং ক্রেতা, অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিলে এই দেশগুলো ভারত থেকে চাল সংগ্রহ করে।

আফ্রিকা মহাদেশে চালের ব্যবহার এখন বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে চাহিদা। কিউবা এবং পানামার মতো দেশে চাল এখন খাদ্যের প্রধান উৎস।

চাল রপ্তানিতে ভারতের ভূমিকা গত বছর ভারত বিশ্বের ১৪০টি দেশে ২.২ কোটি মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে ছয় লাখ টন ছিল অপেক্ষাকৃত সস্তা ইন্ডিকা সাদা চাল।

সেই ইন্ডিকা চালের রপ্তানি ভারত এখন বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর ভাঙ্গা চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং বাসমতি নয় এমন চালের রপ্তানির ওপর ২০ শুল্ক আরোপের পর এবার এই ঘোষণা এলো।

জুলাই মাসে আরোপ করা রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্বব্যাপী চালের উর্ধ্বমূখী দাম নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আইএমএফের প্রধান অর্থনীতিবিদ পিয়ে অলিভিয়ে গুগাঞ্চা মনে করেন ভারতের এই নিষেধাজ্ঞার ফলে চালের দাম এখন আরও বাড়বে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও)‾এ চালের আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষক শার্লি মুস্তাফা আমাকে বলছিলেন, এছাড়া ভারতের এই রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার সময়টিও বিশেষভাবে অনুকূল না।

এর একটা কারণ, ২০২২ সালের শুরু থেকে বিশ্ব বাজারে চালের দাম ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

দ্বিতীয়ত, বাজারে নতুন ফসল উঠতে আরও প্রায় তিন মাস বাকি, ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা এখনই চাপের মুখে রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিকূল আবহাওয়া ‾ ভারতের অসময়ের বর্ষা এবং পাকিস্তানের বন্যা ‾ চালের সরবরাহকে প্রভাবিত করেছে। সারের দাম বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে ধানের দাম। মুদ্রা মানের অবমূল্যায়নের ফলে অনেক দেশে আমদানি খরচ বেড়েছে।

অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতি উঁচু হারের ফলে বাণিজ্যে ঋণের ব্যয়ও বেড়েছে অনেকখানি।

আমরা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যেখানে আমদানিকারকরা চাপের মুখে পড়েছেন। দাম আরও বেড়ে গেলে এসব ক্রেতা সেই চাপ সামাল দিতে পারবেন কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়, বলছিলেন মিসেস মুস্তাফা।

ভারতে এখন চালের মজুদ রয়েছে ৪.১ কোটি টন ‾ যেটা প্রয়োজনীয় বাফারের চেয়ে তিনগুণ বেশি।

ভারতের কৌশলগত রিজার্ভ এবং পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পিডিএস) ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই চাল মজুদ রয়েছে সরকারি গুদামে।

ভারতের ৭০ কোটিরও বেশি দরিদ্র জনগণকে এসব গুদাম থেকেই সস্তায় চাল সরবরাহ করা হয়।

কিন্তু গত এক বছর ধরে খাদ্য বাজারে মূল্যস্ফীতি নিয়ে ভারত জর্জরিত।

গত বছরের অক্টোবর থেকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম ৩০‾এরও বেশি বেড়েছে। ফলে আগামী বছর সাধারণ নির্বাচনের আগে সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ বেড়েছে।

এছাড়াও, আগামী কয়েক মাস ধরে রাজ্যস্তরে বিভিন্ন নির্বাচন হবে। ফলে, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সরকারের জন্য অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

আমার ধারণা বাসমতি বাদে অন্য চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপটি মূলত সতর্কতামূলক এবং আমার আশা এই পদক্ষেপ স্থায়ী হবে না, বলছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (ইফপ্রি)‾এর জোসেফ গ্লবার।

ভারতের কৃষি নীতির একজন বিশেষজ্ঞ দেবিন্দার শর্মা বলছেন, সরকার আসলে এক প্রত্যাশিত উৎপাদন ঘাটতিকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, চলতি বছরের শেষের দিকে এল নিনিও আবহাওয়ার কারণে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে এবার শুষ্ক বৃষ্টির ঝুঁকি রয়েছে। (এই বৃষ্টি মাটিতে পৌঁছায় না, তার আগেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়।)

অনেকেই মনে করেন, ভারতের চাল রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া উচিত কারণ এটা বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর।

ইফপ্রির হিসেব অনুযায়ী, আফ্রিকার অনেক দেশের আমদানির বাজারে ভারতের চাল ৮০ ছাড়িয়ে গেছে।

এশিয়ার শীর্ষ ভোক্তা দেশগুলিতে ‾ বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কায় ‾ ভাতের ব্যবহার সে দেশের মানুষের মোট দৈনিক ক্যালোরির দুই তৃতীয়াংশ।

প্রভাব পড়বে অল্পবয়সীদের ওপর

শার্লি মুস্তাফা বলছিলেন, ভারতের এই নিষেধাজ্ঞা দুর্বল লোকদের ওপরই সবচেয়ে বড় আঘাত হানবে, কারণ তাদের আয়ের একটি বড় অংশকে খাবার কেনার জন্য ব্যয় করতে হবে।

জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়তে থাকলে তাদের খাওয়ার পরিমাণ কমাতে হবে। পুষ্টির দিক থেকে তেমন ভাল নয় এমন সব বিকল্প খাবারের দিকে তারা ঝুঁকে পড়বেন। আবাসন এবং খাবারের মতো অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে তারা ব্যয় সঙ্কোচণে বাধ্য হবেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে ভারতের এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তিতে কিছু দেশে সরকারিভাবে চাল রপ্তানির অনুমতি রয়েছে।

তবে খাদ্য রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নতুন কোন ঘটনা না।

ইফপ্রির তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর খাদ্য রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশের সংখ্যা তিন থেকে ১৬তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া পাম তেল রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। আর্জেন্টিনা গরুর মাংস রপ্তানি বন্ধ করেছে এবং তুরস্ক ও কিরঘিজস্তান দানাদার শস্যের রপ্তানি সীমিত করেছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, ভারতের চাল রপ্তানি নিষেধাজ্ঞায় ঝুঁকি তৈরি হবে আরও বেশি।

এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই বিশ্বব্যাপী সাদা চালের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটাবে এবং আফ্রিকার অনেক দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে, সতর্ক করে জানালেন দিল্লিভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশনস এর অশোক গুলাটি এবং রায়া দাস।

তাদের মতে, জি২০ গ্লোবাল সাউথের দায়িত্বশীল নেতা হওয়ার স্বার্থে ভারতকে এ ধরনের আকস্মিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে হবে।

কিন্তু এর চেয়েও বড় ক্ষতি যেটা হবে, তা হলো তারা বলছেন, চালের নির্ভরযোগ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারতকে আর দেখা হবে না।

রোমানিয়ার সীমান্তের কাছে ইউক্রেনীয় বন্দরে রাশিয়ার ড্রোন হামলা

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনের ইজমাইলে দানিয়ুব নদীর ওপর বন্দর স্থাপনায় রাশিয়া ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এই স্থাপনাটি পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোট নেটোর সদস্য দেশ রোমানিয়ার সীমান্ত থেকে অল্প কিছু দূরে।

এই হামলায় একটি শস্যগুদাম, একটি ভবন এবং শস্য ওঠানোনামানোর কাজে ব্যবহৃত একটি লিফ্‌ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে হওয়া একটি সমঝোতা চুক্তি থেকে মস্কো বের হয়ে যাওয়ার পর রাশিয়া ইউক্রেনের বন্দরগুলোতে আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে।

এই চুক্তির আওতায় দুটো দেশ কৃষ্ণ সাগর দিয়ে নিরাপদে খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে পারতো।

বুধবার ভোরে এই হামলায় ইজমাইলের বন্দর এলাকায় বড় ধরনের আগুন লেগে যায়। রোমানিয়ার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত দানিয়ুব নদী থেকে (যা প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে) ধারণ করা ভিডিও থেকে এই আগুনের তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্লাউস ইওহান্নিস রাশিয়ার এই হামলার নিন্দা করে বলেছেন রোমানিয়ার সন্নিকটে ইউক্রেনীয় অবকাঠামোর ওপর এধরনের আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে রাশিয়ার ড্রোনগুলো রাতের বেলায় দানিয়ুব নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যেখানে ইজমাইল ও রেনি ইউক্রেনের এই দুটো বন্দর অবস্থিত। ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড বলেছে এসব ড্রোন ধ্বংস করার জন্য তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সক্রিয় ছিল। ওডেসার আঞ্চলিক নেতা ওলেহ কিপার বলেছেন, রাশিয়া সবশেষ যেখানে হামলা চালিয়েছে সেখানে জরুরি সব বিভাগ কাজ করছে, এবং এই হামলায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইউক্রেনের আঞ্চলিক নেতা সোশাল মিডিয়াতে ক্ষয়ক্ষতির কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন যা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকটি টার্গেটে এই হামলা চালানো হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে বন্দরের একটি লিফটে আঘাত করা হয়েছে।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন যে লিফ্‌ট ছাড়াও একটি কার্গো টার্মিনাল ও একটি গুদামঘরে হামলা চালানো হলে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা জানিয়েছেন ইজমাইলের সরকারি আইনজীবীরা হামলায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য তদন্ত শুরু করেছেন।

গত সপ্তাহেও রাশিয়ার ছোড়া ড্রোন রেনি বন্দরের শস্যগুদামে আঘাত করেছিল। এই বন্দরটিও দানিয়ুব নদীর আরো উজানে এবং রোমানিয়ার ভূখণ্ডের কাছে।

রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট লুকাস ইওহান্নিস বুধবার বলেছেন রোমানিয়ার এতো কাছে আক্রমণ করা যুদ্ধাপরাধ। এই হামলার কারণে বিশ্বের যেসব এলাকার মানুষের খাদ্য প্রয়োজন, সেখানে শস্য পাঠানোর কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এর আগে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরে বৃহৎ সমুদ্র বন্দর ওডেসা এবং চরনোমর্স্কেও হামলা চালিয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে এসব হামলায় ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়েছে।

গত জুলাই মাসে শস্য চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় রাশিয়ার পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে তারা ইউক্রেনের কৃষ্ণ সাগর বন্দরের অভিমুখে অগ্রসরমান যেকোনো নৌযানের ওপর আক্রমণ চালাবে, যা কার্যত নৌ অবরোধের পর্যায়ে পড়ে।

এর পর থেকে দানিয়ুব নদীকে শস্য পরিবহনের বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

সারা বিশ্বে গম ও ভুট্টা রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউক্রেন শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি। এর বেশিরভাগ চালানই পাঠানো হয় কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত দেশটির বিভিন্ন বন্দর থেকে। জাহাজ চলাচলের জন্য কৃষ্ণ সাগর বন্ধ হয়ে গেলে ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানির জন্য এই দানিয়ুব নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শস্য চুক্তি থেকে রাশিয়ার বের হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ববাজারে তাৎক্ষণিকভাবে গমের মূল্য বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু দেশে, খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ইউক্রেনের বন্দরগুলোতে হামলার পাশাপাশি রাশিয়া গতরাতে রাজধানী কিয়েভেও দশটির বেশি ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এসব ড্রোন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে কর্মকর্তারা বলছেন এসব ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে অনাবাসিক কিছু ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এসব হামলার ব্যাপারে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল উল্টে দেবার চেষ্টার জন্য ট্রাম্প অভিযুক্ত

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে যে তিনি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

তার বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ আনা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে ‾ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র করা, সাক্ষ্য জাল করা এবং নাগরিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ভবনে ২০২১ সালের ৬ই জানুয়ারি যে দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল, সেটি তদন্ত করতে গিয়ে মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়। ৭৭ বছর বয়সী মি. ট্রাম্প, পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তাকে ইতিমধ্যে আরও দুটি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে ঃ সংবেদনশীল নথিপত্র ব্যবস্থাপনায় গাফলতি করা এবং ব্যবসায়িক তথ্য জাল করার কথা গোপন রাখার জন্য একজন পর্ন তারকাকে তার মুখ বন্ধ রাখার শর্তে ঘুষ দেয়া ।

নির্বাচনী তদন্তে মি. ট্রাম্পের পরাজয় এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে দাঙ্গার ঘটনা মিলিয়ে তার দুই মাসের কার্যকলাপ নজারদারি করা হয়। ওয়াশিংটন ডিসির কংগ্রেসে ট্রাম্পের সমর্থকরা হামলা চালিয়েছিল কারণ আইন প্রণেতারা ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিজয়কে সমর্থন জানিয়েছিল।

মি. ট্রাম্প, তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তদন্তে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি, মার্কিন বিচার বিভাগে নিযুক্ত বিশেষ কাউন্সেল জ্যাক স্মিথ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেছেন, আমাদের দেশের রাজধানীতে ৬ই জানুয়ারী, ২০২১ সালের হামলার ঘটনা ছিল আমেরিকান গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব আক্রমণ।

অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ওই দাঙ্গার ইন্ধন দেওয়া হয়েছিল। মি. স্মিথ দ্রুত বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটি গুটিয়ে ফেলেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে সাবেক প্রেসিডেন্ট দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে। মি. ট্রাম্পকে বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসির আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।

৪৫ পৃষ্ঠার অভিযোগে ছয়জন অজ্ঞাতনামাসহ চার আইনজীবী, একজন বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং একজন রাজনৈতিক উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রকারীর তালিকায় রয়েছেন।

আদালতের নথিতে মি. ট্রাম্পকে অসততা, জালিয়াতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করার, বাধা দেওয়ার এবং পরাজিত করার ষড়যন্ত্র বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোটার জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়ে আইন প্রণেতারা বলেছেন ঃ এই দাবিগুলি মিথ্যা ছিল এবং আসামী জানত যে সেগুলি মিথ্যা।

তারা আরও বলে যে মি. ট্রাম্প ৬ই জানুয়ারী মি. বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রাপ্য প্রশংসাপত্র রোধ করার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। সহিংসতার কারণে, আসামী এবং অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের নির্বাচনে জালিয়াতির মিথ্যা দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা বেড়ে যায়। এবং সেই দাবিগুলির উপর ভিত্তি করে বাইডেনকে প্রশংসাপত্র দিতে আরও দেরী করার জন্য কংগ্রেসের সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।

অভিযোগপত্রে অসংখ্য মার্কিন কর্মকর্তা এবং ট্রাম্পের প্রচারণায় অংশ নেয়া ঊর্ধ্বতন কর্মীদের তালিকাও রয়েছে, যারা বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছিলেন যে তিনি হেরে গেছেন এবং ভোটার জালিয়াতির কোনও প্রমাণ নেই।

মি. ট্রাম্প, যিনি এখন তিনটি ভিন্ন মামলায় সব মিলিয়ে ৭৪টি ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন, বর্তমানে রিপাবলিকান দলের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। যিনি জিতবেন তিনি ২০২৪ সালের নভেম্বরে ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীর সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামবেন। সেই ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী প্রেসিডেন্ট বাইডেন হতে পারে।

ট্রাম্পের প্রচারণা দল এক বিবৃতিতে বলেছে যে, মঙ্গলবারের অভিযোগটি নির্বাচনে হস্তক্ষেপের সমান।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার সমর্থকদের ওপর এই নিপীড়ন ও অনাচার ১৯৩০ এর দশকে নাৎসি জার্মানি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়, প্রচারাভিযানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।